ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 May, 2023 ■ আগরতলা ২১ মে, ২০২৩ ইং ■ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

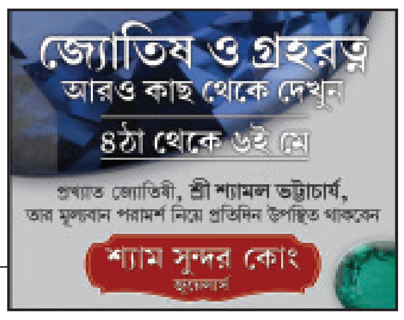

শনিবার হিরোশিমায় মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক চোর।শনিবার রাজধানীর প্যারাডাইস চৌহমুনী এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, দুপুরে রাজধানী আগরতলাশ প্যারাডাইস চৌহমুনী এলাকায় এক বাড়ির দেয়াল টপকে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি।ওই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না।এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন। তখন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে চোরকে হাতেনাতে আটক করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরে দুই বাড়িতে ডাকাতি, পরিবারের সদস্যদের বেধে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে সর্বস্ব লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। মেলাঘরে গতকাল গভীর রাতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে । দুই বাড়ি থেকে ডাকাত দল পরিবারের লোকজনদের মুখ বেঁধে অস্ত্রসস্ত্র দেখিয়ে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। চুরি ডাকাতি ছিনতাই যেন নিত্য দিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।শুক্রবার গভীর রাতে মল্লাল দাস এবং মুকুন্দ দাসের বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনা রাত দুইটা নাগাদ।ঘটনা মেলাঘর পুর পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ একই এলাকার দুই বাড়িতে একসঙ্গে ডাকাতের দল হানা দেয়।মল্লাল দাসের ছেলে জীবন দাসের ঘরে পাঁচ থেকে সাত জন ঘরের জানালা দিয়ে প্রবেশ করে দা, রড, পিস্তল এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দেখিয়ে ক্যাশ ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা এবং স্বর্ণের জিনিসপত্র নিয়ে সর্বমোট দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে যায় ডাকাতের দল। এই এলাকারই মুকুন্দ দাসের ভাতিজা হরলাল দাসের ঘরে ঠিক একইভাবে পাঁচ থেকে সাত জন ডাকাত বারান্দার গ্রিল ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে।

ঠিক একই কায়দায় রড, দা, পিস্তল দেখিয়ে ক্যাশ টাকা এবং স্বর্ণের জিনিসপত্র সহ দেড় থেকে ২ লক্ষ টাকা জিনিস নিয়ে যায় ডাকাতের দল। পরিবারের লোকজনরা কাউকে চিনতে পারেনি বলে জানান। সংশ্লিষ্ট এলাকায় এরকম ঘটনা আর কোন সময় হয়নি বলে জানান এলাকার লোকজন। ঘটনার পর মেলাঘর থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকার মানুষজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

শপথ নিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা

বেঙ্গালুরু, ২০ মে (হি.স.)।। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। এছাড়াও ৮ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে কংগ্রেস, প্রতীক্ষা ছিল নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের। অবশেষে শনিবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারমাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল থাওয়ারচন্দ গেহলট।

এদিনই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৮ জন। তাঁরা হলেন-সতীশ জারকিহোলি, প্রিয়াঙ্ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাইভেট টিউশন বাণিজ্যে শাস্তির মুখে পড়ছেন বহু সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকা

দপ্তরের ফরমানে রাজ্যজুড়ে ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ফের সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ নিয়ে নতুন সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই রাজ্যজুড়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। প্রাইভেট টিউশন নিয়ে গতকাল উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে সরকারি স্কুলের শিক্ষক এবং সরকারি অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং সেন্টারে টিচিং না দেওয়া বিষয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে তাতে করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

এবার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পর সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা নিয়ে সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজ্যে সরগোল পড়ে গেছে। কারণ এবার মুখ্যমন্ত্রীর নিজেই শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব সামলাচ্ছে। তিনি নিজেও একসময় চিকিৎসকদের শিক্ষক ছিলেন। ফলে শিক্ষকতার বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান রয়েছে। নতুন করে শিক্ষাঙ্গনকে সাজানোর পরিকল্পনাও নিয়ে রেখেছেন রাজ্যের বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ মাস পর এবার শিক্ষা দপ্তরে ঘুঘুর বাসা ভাঙতে তিনি যে সমস্ত রকম প্রয়াস চালিয়ে যাবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে সমস্ত শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন কে টোল বানিয়ে ফেলেছে তাদের বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের এই নয়া ফরমান কতটা বোমারুং হয়ে উঠবে তা সময়েই বুঝা যাবে। এমনটাই অভিমত রাজ্যের শিক্ষাবিদদের। গতকালের নির্দেশ নামায় বলা হয়েছে যারা সরকারি শিক্ষকতা সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ সরকারের অনুমোদিত স্কুল গুলিতেও যারা শিক্ষকতা করছেন তারা যাতে প্রাইভেট টিউশন না করে। এবার শিক্ষা অধিকর্তা বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যারা এই সমস্ত কাজে সঙ্গে যুক্ত তাদের চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যের সমস্ত জেলা শিক্ষা অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয় এ বিষয়ে তদন্তের জন্যও অন্য অফিসের অফিসারদের নিয়োগ করা যেতে পারে। সঠিক তদন্তের পর গোটা বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা অধিকর্তাকে অবহিত করতে হবে। এর পরেই সেই সমস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রসঙ্গত, একাংশ শিক্ষক রয়েছেন যারা শিক্ষকতার চেয়ে প্রাইভেট টিউশন কে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন সরকারের কাছে অভিযোগ জমা পড়ছে। তাতে করে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এটা রাজ্যের পক্ষে ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ বছর ভারতে বসবাস করে ফেরার পথে আটক বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। এক সময় বৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার পর আর বাংলাদেশ না গিয়ে ভারতেই বসতি শুরু করে। অবশেষে প্রায় ২০ বছর পর মাগুরুলি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জোয়ানদের হাতে ধরা পড়লো মোঃ সৈয়দ আলী নামে এক ব্যক্তি।

জানা যায় ২০০৪ সালে বৈধভাবে ভারতে এসেছিল বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মোঃ সৈয়দ আলী নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু পরবর্তীকালে উনি আর বাংলাদেশে ফিরে যাননি। কেননা উনার পাসপোর্ট এর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতের দিল্লিতে আধার কার্ড তৈরি করে। কাজ করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে উনি দিল্লিতেই বিবাহ করে সংসার শুরু করেন। বর্তমানে হয়তো কোন এক অজ্ঞাত কারণে উনি আবার নিজের সস্থানে চলে যাইতে চাইছিলেন স্ত্রীকে ফেলে রেখেই।

দালাল মারফত চলে যাওয়ার সময় শুক্রবার গভীর রাতে মাগুরুলি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চারজন বাংলাদেশীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে জেআরবিটির মৌখিক ইন্টারভিউ। আগরতলায় শ্রম ভবনে তোলা নিজস্ব ছবি।

যান দূর্ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শনিবার সকালে রাজধানীর এমবিবি ক্লাব এলাকায় দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারালো দিলীপ দেব নামে এক ব্যক্তি।

এদিন সকালে দিলীপ দেব ধলেশ্বর এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে মহারাজগঞ্জ এলাকায় দোকানে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনার শিকার হয়। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীদের খবর দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের কর্মীরা।

রক্তাক্ত অবস্থায় দিলীপ দেবকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দিলীপ দেবকে মৃত বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়া স্টেশনে থামবে শিলচর-আগরতলা ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আগরতলা-শিলচর-আগরতলা দূরপাল্লা এক্সপ্রস ট্রেনের রেল স্টপেজ চালু হলো জিরানীয়া রেলওয়ে স্টেশনে। এ উপলক্ষে আজ জিরানীয়া রেলওয়ে স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে দূরপাল্লা ট্রেনগুলি যাতে জিরানীয়া স্টেশনে স্টপেজ দেয়। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছেও এই দাবি জানানো হয়। যার ফলস্বরূপ রাজ্যে তিনটি জায়গায় এই ট্রেনটির স্টপেজ চালু হলো। যোগেন্দ্রনগর, জিরানীয়া ও মনু স্টেশনে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে। পরিবহণমন্ত্রী বলেন, রেলমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্রুততার সঙ্গে এই দাবি পূরণ হলো। এরজন্য তিনি রেলমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরও বলেন, এই রেল স্টপেজ চালুর ফলে একদিকে যেমন যাত্রীদের সুবিধা হবে ঠিক তেমনি অটো শ্রমিকদেরও রোজগারের ব্যবস্থা হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনএফ রেলওয়ের এরিয়া ম্যানেজার তেচি কুমার, পরিবহণ কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রেলওয়ে ট্রাফিক পরিদর্শক মুন্না কুমার যাদব, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে পরিবহণমন্ত্রী ও অতিথিগণ আগরতলা থেকে আগত শিলচরগামী ট্রেনটিকে সবুজ পতাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০০০ এর নোটের আড়াই কোটি টাকা উদ্ধার রাজস্থানে

জয়পুর, ২০ মে (হি.স.)।। ২০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘোষণার পরই রাজস্থানেরর সরকারি অফিস ঘর থেকে উদ্ধার হল ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কেজি সোনাও! এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত থেকে আটজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে অতিরিক্ত ডিরেক্টর মহেশ গুপ্তার নির্দিষ্ট ইনপুটের ভিত্তিতে জয়পুর সিটি পুলিশ নগদ টাকা উদ্ধার করেছে। মুখ্য সচিব ঊষা শর্মা এবং ডিজিপি সহ একটি গভীর রাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজ্যের মুখ্য সচিব এর কাছে ডেপুটেশন দিলেন ত্রিপুরা পিপলস পার্টি, সিপিআইএম লিবারেশন ও গণমঞ্চ। বিধানসভা নির্বাচনের আড়াই মাস পরেও রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

এখনো বিভিন্ন স্থানে বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা- হুজ্জুতি চলছে। অনেকে এখনো বাড়ী ঘরে ফিরতে পারেনি। পাশাপাশি রাজ্যে রুটি- রুজির সংকট দেখা দিয়েছে। বহু পরিবার অর্দাহারে দিন কাটাচ্ছে। কৃষকরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। তারা ঠিকমত সার, বীজ, কীটনাশক পাচ্ছে না। সেচের অভাবে বহু জমি চাষ করতে পারছে না। রেশনে চাল-আটা ইত্যাদি সরবরাহ অনিয়মিত। সাধারণ আইন শৃঙ্খলাও স্বাভাবিক নয়। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই এর ঘটনা অহরহ হচ্ছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষন ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। মারামারি, খুন খারাপি বৃদ্ধি পেয়েছে। আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আগাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে গৃহহীন ৩১টি পরিবারকে আবাসনে ফেরানোর দাবীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ধর্না সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনের ৩১ টি বাস্তুচ্যুত পরিবারকে অবিলম্বে বাড়ি করে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শনিবার রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর মহাকরণের পার্শবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনের ৩১ টি বিরোধীদল সমর্থক পরিবারকে আবাসন থেকে বের করে দেওয়া হয়। শাসকদলের তান্ডবের ফলেই তারা গৃহ হারা হয়েছেন বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। পরবর্তী সময়ে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে বিষয়টি রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্য সচিবের নজরে এনে বাস্তবচ্যুত পরিবারগুলিকে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বারবার অনুরোধ জানানো সত্বেও ওইসব পরিবার গুলিকে বাড়ি করে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি রাজ্য সরকার ও প্রশাসন।

তাতে তীব্র খুব প্রকাশ করেছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং বাস্তবচ্যুত পরিবারগুলিকে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানো হয়। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন রয়েছে বলে দাবি করে চলেছেন।

অথচ মহাকরণ সংলগ্ন এলাকার গৃহ হারা পরিবারগুলিকে এখনো আবাসনের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন সবকিছু জেনেশুনেও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

কৈলাসহরে জলে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। লিচু খেতে গিয়ে আর লিচু খাওয়া হলো না। ফিশারির জলে পড়ে মৃত্যু ঘটল সাত বছরের এক শিশুর। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায় জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা দয়াময় পালের সাত বছরের ছেলে দীপঙ্কর পাল শনিবার দুপুরে ওই এলাকার কিছু বাচ্চাদের সাথে লিচু খেতে যায়। কিন্তু লিচু খাওয়ার পূর্বে ওরা একটি ফিশারির পাশে খেলা করেছিল।

এরপর সবাই লিচু খেতে চলে যায়। লিচু খেয়ে সবাই বাড়িতে ফিরে আসলেও দীপঙ্কর পাল বাড়িতে ফিরে না আশায় পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরপর দীপঙ্কর পালের পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন দীপঙ্কর পাল বাচ্চাদের সাথে লিচু খেতে গিয়েছিল। কিন্তু লিচু খাওয়ার পূর্বে এই ফিশারির মধ্যে খেলাধুলা করেছিল দীপঙ্কর পাল।

এরপর সেই ফিশারির মধ্যে দীর্ঘ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনবারের বিবাহিত বখাটে যুবকের সাথে পালিয়ে গেল গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বিয়ের নামে ব্যবসা চালাচ্ছে সবুজ মিয়া নামে বক্সনগর এলাকার এক বখাটে যুবক। এলাকায় ছি: ছি: রব। এই ঘটনার জেরে গৃহবধুর শাশুড়ি কলমচৌড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

আড়াই বছরের কন্যা সন্তানকে ফেলে তিনবারের বিবাহিত এক বখাটে যুবকের সাথে পালিয়ে গেল এক গৃহবধূ। ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়া এলাকায়। জানা যায় গত ১৮ই জুন মধ্যবক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পশ্চিমপাড়া আচমত আলীর ছেলে সাদ্দাম হোসেনের স্ত্রী তানজিনা আক্তার নামে এক গৃহবধূ বৃহস্পতিবার তার আড়াই বছরের কন্যা সন্তানকে ফেলে বাজারের নাম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তার শ্বাশুড়ি খোরশেদা বেগম জিজ্ঞাসা করলে তিনি সোজা জানিয়ে দেন বক্সনগর বাজারে যাচ্ছেন।

কিন্তু বাজারে যাওয়ার পর রাত ঘনিয়ে আসলেও সেই গৃহবধূ আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। তৎক্ষণাৎ তার শাশুড়ি আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ খবর নিয়ে দেখে তার পুত্রবধূ কারুর বাড়িতে যাইনি। অনেক খোঁজ খবর নেওয়ার পর জানতে পারে যে ঐ গৃহবধূ আশাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে সবুজ মিয়ার সাথে আড়াই বছরের কন্যা সন্তানের মা তানজিনা আক্তার পালিয়ে গিয়েছে।

গৃহবধূ বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় স্বামী সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি থেকে দশ ভুরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ অর্থ নিয়ে যায়। তার স্বামী সাদ্দাম হোসেন বিয়ের আগেও বিদেশ কাজ করে প্রচুর অর্থ,স্বর্ণালংকার বাড়িতে নিয়ে আসে। জানা যায় সাদ্দাম হোসেন গত ছয় মাস আগে বাড়ি থেকে সৌদি আরবে কাজ করতে যান। আর এই সুযোগে তার স্ত্রী বিভিন্ন ছেলেদের সাথে ফষ্টিনষ্টি শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২১৭ ▫ ২১ মে ২০২৩ ইং ▫ ৬ জৈষ্ঠ্য ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কাশ্মীরে জি-২০ বৈঠকে নারাজ চিন, কড়া জবাব ভারতের

জম্মু ও কাশ্মীরে জি-২০ বৈঠক নিয়ে আপত্তি জানাইয়াছিল পাকিস্তান। এবার সেই সুরেই সুর মিলাইইযল চিন। দেশটির বক্তব্য, কাশ্মীর বিতর্কিত অঞ্চল। তাই সেখানে কোনও সম্মেলনে অংশ নেবে না তাহারা। পালটা, নয়াদিল্লির সাফ জবাব, নিজের ভূখণ্ডে যেখানে ইচ্ছে অনুষ্ঠান করিবে ভারত।সংঘাতের সুরে চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীর বিতর্কিত ভূখণ্ড। সেখানে জি-২০ সম্মেলন আয়োজনের তীব্র বিরোধিতা করছি আমরা। কোনও বিতর্কিত ভূখণ্ডে এমন কোনও অনুষ্ঠানে চিন অংশ নিবে না।"২০১৯-এর ৬ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ হওয়ার পর এটাই আন্তর্জাতিক স্তরের সবথেকে বড় সম্মেলন হইতে চলিয়াছে কাশ্মীরে। আগামী ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলিবে এই সামিট। তবে কাশ্মীরে বৈঠক করা নিয়া আপত্তি জানাইয়াছে পাকিস্তান। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে চিন এবং তুরস্ক। শ্রীনগরের বৈঠকের জন্য এখনও নাম নথিভুক্ত করেনি সৌদি আরব। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও কাশ্মীরেই সম্মেলন করিয়া তাহাদের কড়া জবাব দিবে দিল্লি।এদিকে, জি-২০ সম্মেলনের মধ্যেই বড়সড় জঙ্গি হামলার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাই বৈঠকের আগেই কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়া ফেলা হইয়াছে কাশ্মীরকে। একাধিক এলাকায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়িয়া তুলিয়াছে স্থানীয় প্রশাসন। বিশেষত শ্রীনগরে নৌ কমান্ডো ও ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি গার্ডের দক্ষ বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। সম্মেলনের কেন্দ্রের আশেপাশেও সর্বক্ষণ কড়া নজরদারি চালাইতেছে বিশেষ কমান্ডো বাহিনী। সবমিলাইয়া ১০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। গুলমার্গে একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল অতিথিদের। কিন্তু আচমকাই তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। এর নেপথ্যে নিরাপত্তাজনিত কারণ নেই বলিয়াই দাবি প্রশাসনের। কাশ্মীরে জি-২০ পর্যটক সম্মেলন আয়োজন করিয়া ভারত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, সেখানকার পরিস্থিতি একেবারেই স্বাভাবিক। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর কাশ্মীরে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আসর বসিতে চলিয়াছে। সেখানে ব্যাপক হামলার ছক কষিয়াছে জঙ্গিরা, এমনটাই দাবি করিয়াছে স্থানীয় গোয়েন্দা সূত্র। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে যেন কোনও রকম নাশকতার ঘটনা না ঘটে, তাহা নিশ্চিত করিতে চাইছে স্থানীয় প্রশাসন। সেই জন্য ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের একাধিক স্কুলে ছুটি দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীরি পণ্ডিত-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মীদের কাজে যাইতে আপত্তি জানানো হইয়াছে। কাশ্মীর পুলিশের এডিজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, "আমরা ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। ভারতীয় সেনা ও এনএসজির তরফে ড্রোন হামলার রুখিবার ব্যবস্থা করা হইচ্ছে। ডাল লেকের নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশের পাশাপাশি থাকিবে জল কমান্ডো। এছাড়াও সমগ্র কাশ্মীরের নিরাপত্তা বজায় রাখিবে পুলিশ। তাহাদের সঙ্গে কাজ করিবে ভারতীয় সেনা, বিএসএফ, সিআরপিএফ ও এসএসবি। জি-২০ সম্মেলন যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখিবে যৌথ বাহিনী।"সবমিলাইয়া ১০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। কয়েকদিন আগেই কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজোরিতে জঙ্গি হামলা হইয়াছে। সেই জন্যই জি-২০ সম্মেলনের আগে কড়া নিরাপত্তা ভূস্বর্গে।

তিহাড় জেলে সায়গলকে জেরার আবেদন সিবিআইয়ের, অনুমতি আসানসোল আদালতের

আসানসোল, ২০ মে (হি.স.) : গরু পাচার মামলায় অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে তিহাড় জেলে গিয়ে জেরা করতে পারবে সিবিআই। শনিবার এমনই নির্দেশ দেন আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। তিহাড় জেলে গিয়ে জেরার আবেদন জানায় সিবিআই। এদিকে, আব্দুল লতিফের আবেদনে সাড়া দিল না আসানসোল সিবিআই আদালত। সিবিআই হাজিরার শর্ত শিথিল হল না লতিফের। প্রতি চারদিন পর সিবিআই যেখানে ডাকবে সেখানেই যেতে হবে তাকে। গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআই চার্জশিটে নাম রয়েছে লতিফের। শনিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে যান লতিফ। ৮ মে'র পর ২০ মে অর্থাৎ শনিবার আদালতে হাজিরার দিন ছিল লতিফের। এদিন ফের একই শর্তে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ল। যদিও এদিন লতিফের আইনজীবী শেখর কুণ্ডু চারদিনের পরিবর্তে সাতদিনে একবার সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার আবেদন জানান। সেই আরজির পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী জানান, "জামিনে রয়েছেন এটাই যথেষ্ট।"

শনিবার তৃতীয়বার এই আদালতে হাজিরা দেন লতিফ। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ থাকায় তার বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না সিবিআই। লতিফের আইনজীবী শেখর কুণ্ডু জানান, সুপ্রিম কোর্টে সম্ভাব্য শুনানির দিন ৭ জুলাই। এরপরই তিনি বলেন, "লতিফকে সাতদিনে একবার সিবিআই জেরার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দিলে ভাল হয়।"

বামনডাঙ্গা চা বাগানে হাতির হানা, শ্রমিকদের টিফিন খেয়ে এলাকা ছাড়লো মাকনা

নাগরাকাটা, ২০ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে হাতির হানা।।শনিবার সকালে বাগানের ডুমুরঝোড়া সেকশনে কাঁচা পাতা তুলছিলেন শ্রমিকরা। এমন সময় সেখানে হাজির একটি হাতি। এরপর দুপুরের টিফিনের জন্য নিয়ে আসা একে একে ৮৪ জনের খাবার খেয়ে তবেই এলাকা ছাড়লো মাকনা। টিফিন বাক্সে করে চা শ্রমিকদের খাবারগুলি বাগানের ছায়া গাছে সার দিয়ে ঝোলানো ছিল। এদিন মাকনাটি পাশের ডায়না জঙ্গল থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা পেরিয়ে বাগানে যেখানে কাজ হচ্ছিল সেখানে হানা দেয়। দুলকি চালে এগিয়ে আসা হাতি দেখে সঙ্গে সঙ্গে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে হুলুস্থুল বেঁধে যায়। প্রায় দু ঘন্টা সেখানে কাজ বন্ধ থাকে। পরে শ্রমিকরাই প্রতিরোধ তৈরি করলে হাতিটি অন্য পাশের গরুমারার জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তার আগেই অবশ্য ঘটে গেছে অভিনব টিফিন কান্ড। বন দফতরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, হাতিটির গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে।

বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দিনহাটার ভেটাগুড়ি, জখম ১

দিনহাটা, ২০ মে (হি. স.) : বোমা বিস্ফরণে কেঁপে উঠল কোচবিহারের দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাডাঙ্গা গ্রাম। জখম হলেন এক ব্যক্তি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে।

জানা গে, এদিন বাড়ির পেছনে ডোবা সংস্কার করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ বালাডাঙ্গা এলাকার মোজাফর মিয়াঁ। মাটি কাটতে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎই বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা। তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব কত দূর

তানিম সুফিয়ানী

এজিআই অবিকল মানুষের মতো দক্ষতার সঙ্গে যেকোনো কাজ করতে পারবে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' এই শব্দযুগল বর্তমান বিশ্বে মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্ব রাখে, বিজ্ঞানচিন্তার নিয়মিত পাঠকদের সেটি আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে', 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে' এসব কথাও বলতে গেলে এখন সেকেলে। সারা বিশ্বে এখন জোরেশোরে চলছে আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি। জো বাইডেন, আঙ্গেলা ম্যার্কেল, দ্রৌপদী মুর্মু, মাহাথির মোহাম্মদসহ প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় বিশ্বনেতা মানুষকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলোতে চলছে কোটি কোটি ডলার লগ্নি করে গবেষণা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও বেশ সরগরম। আজ হয়তো এমন কোনো ব্যবসায়িক সেমিনার, প্রযুক্তিবিষয়ক কনফারেন্স কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' কথাটি একবারের জন্য হলেও উচ্চারিত হয় না। বিভিন্ন দেশে সরকারি পর্যায়েও কাজ শুরু হয়ে গেছে। এসব ঘটনা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ এখন আর নেই।

একজন সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলেও আমাদের একই উপসংহারে আসতে হবে। একটু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলি। আমরা সবাই খেয়াল করেছি, ফেসবুক আমাদের নিউজফিডে পছন্দমতো কনটেন্ট কিংবা প্রয়োজনীয় নানা কিছুর বিজ্ঞাপন বারবার দেখাতে থাকে। কোনো না কোনো সময় আমাদের সবার মাথায় এই চিন্তা এসেছে, 'ফেসবুক আমার মনের কথা জানল কী করে?' এই জাদুকরি কাজটি মূলত করে দেয় ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অ্যালগরিদম। এই বিশেষ অ্যালগরিদমকে এজর্যাঙ্ক নামেও ডাকা হয়। ঠিক একইভাবে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, স্পটিফাই ইত্যাদি গ্রাহকদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পারসোনালাইজড রিকমেন্ডেশন দিচ্ছে। চমকপ্রদ এ প্রক্রিয়ার পেছনে কাজ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডেটা। আমাদের স্মার্টফোন, সার্চ ইঞ্জিন, ব্যাংকের লেনদেন, ই-কমার্স, মার্কেটিং খাত, ডেটা সিকিউরিটি, এমনকি সামরিক খাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। স্মার্ট টিভি, স্মার্ট ঘড়ি, স্মার্ট রেফ্রিজারেটর, হিটিং-কুলিং সিস্টেম এবং স্মার্ট ফিটনেস মেশিনের বদৌলতে আজ সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে আইওটি প্রযুক্তি। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা বিপণন সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যেই করে দিচ্ছে বিগ ডেটা। সাম্প্রতিক কালে শিশু- কিশোরদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'ফাইবার ব্যাট', যা মূলত তৈরি হচ্ছে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে। বাংলাদেশের কিছু জনপ্রিয় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে ব্যবহৃত হচ্ছে ব্লকচেইন। অর্থাৎ আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কিছু প্রভাব ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান।

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার ঘাটতি নেই। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি—পেশার মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ। কিন্তু কী এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব? কেন এত মাতামাতি?

বরেণ্য জার্মান অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াবের মতে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব অদূর ভবিষ্যতে আসন্ন এমন এক সময়, যেখানে ভৌত, জৈব ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যে কোনো সীমারেখা থাকবে না। এই তিন প্রযুক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, আইওটি, ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, ন্যানো প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি, বায়োটেক, পরিধানযোগ্য ইন্টারনেট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বচালিত গাড়ি, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিংসহ আরও অনেক প্রযুক্তি ও প্রবণতার সমন্বয়ে তৈরি হবে এক অভূতপূর্ব সমাজের, যা পুরো পৃথিবীকে আমূল বদলে দেবে। ঠিক যেমনটি হয়েছে শিল্পবিপ্লবের প্রথম তিন ধাপে (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লব)।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে যদি আর হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এর শুরুটা কখন হবে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও কিছুটা দ্বিধা রয়েছে। অনেকে মনে করেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আবার অনেকে মনে করেন, এ মুহূর্তে প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ চলছে, তা আসলে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের বর্ধিত অংশমাত্র। প্রশ্নটির তাই আসলে কোনো নির্ভুল জবাব নেই। কারণ, বিপ্লব ৪.০ নিয়ে এখনো অনেক গবেষণা চলমান। এ ছাড়া প্রযুক্তির বিপ্লব বা টেকনোলজিক্যাল রেভল্যুশন চলাকালে বোঝা যায় না, বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। একটি উল্লেখযোগ্য সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরই কেবল সে সময়কালের প্রযুক্তির প্রসারকে 'শিল্পবিপ্লব' তকমা দেওয়া হয়।

শিল্পবিপ্লবের প্রথম তিনটি ধাপকেই চাইলে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়। প্রথম শিল্পবিপ্লব চলাকালে (১৭৬০-১৮৪০) কেউ 'শিল্পবিপ্লব' কথাটি উচ্চারণও করেনি। 'শিল্পবিপ্লব' কথাটি সর্বমহলে পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালে, ক্ষণজন্মা ইংরেজ মনীষী আর্নল্ড টয়েনবির হাত ধরে। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব (১৮৭০-১৯১৪) চলাকালে কেউ বলেনি 'দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব চলছে'। ১৯৬০-এর দশক থেকে অর্থনীতিবিদ এরিক জিমারম্যান, ডেভিড ল্যান্ডেস ও আলফ্রেড চ্যান্ডলার দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবকে সংজ্ঞায়িত ও বর্ণনা করা শুরু করেন। ট্রানজিস্টর কিংবা মাইক্রোচিপ আবিষ্কারের সময় 'তৃতীয় শিল্পবিপ্লব' কিংবা 'ডিজিটাল বিপ্লব' কথাটি হয়তো কারও মাথাতেই আসেনি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবই এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম। বিজ্ঞান ও গবেষণায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং কম্পিউটারপ্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন আমরা অনেক আগে থেকেই ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিগণনা করতে পারি।

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ইন্টারনেট কমিউনিটিতে একটি ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রায় সবাই একমত, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বড় পরিসরে আরেকটি প্রযুক্তিবিপ্লব হতে চলেছে। ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াব ২০১৬ সালে দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন নামে যুগান্তকারী বইটি রচনা করেন। নড়েচড়ে বসে সারা বিশ্ব। এ ধারণা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ঠিক কবে, কখন শুরু হবে (কিংবা আদৌ শুরু হয়ে গেছে কি না), এটি সুনির্দিষ্ট করে আসলে কেউই বলতে পারবেন না। তবে এর আগমনী বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াবের মতে, ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীতে কিছু বড়সড় পরিবর্তন আসবে। ম্যাককিনসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এবং ইন্টারন্যাশনাল ডেটা করপোরেশন (আইডিসি) তাদের অনেক প্রতিবেদনে ২০২৫ সালটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইলন মাস্ক, রন ব্যারন ও বিল গেটস ২০৩০ সালকে ঘিরে তাঁদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা বলেছেন। ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি জরিপে ২০২৫ সালের মধ্যে ২৩টি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছে। এসব তথ্য—উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি বড় ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হতে চলেছে। তবে শুধু প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে যায়, এমন চিন্তা করাটা ভুল। কারণ, শিল্পবিপ্লব শুধু প্রযুক্তিগতভাবেই মানবজীবনকে পরিবর্তন করে না, এই বিপ্লব আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনকেও প্রভাবিত করে।

এসব সূচকের পাশাপাশি আরেকটি সূচক অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিল্পবিপ্লবের প্রতিটি ধাপেই কোনো একটি বিশেষ প্রযুক্তি ফ্ল্যাগশিপের ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে, সে যুগের সমার্থক হয়ে ওঠে। উদাহরণ দিই। প্রথম শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে বাষ্পযন্ত্র প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সমার্থক বিদ্যুৎ আর কম্পিউটার ও ডিজিটাল প্রযুক্তি তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সমার্থক। ঠিক একইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সমার্থক হয়ে উঠবে বলে অনেকেই মনে করেন। এ ধারণা কোনোভাবেই অমূলক নয়। ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি মাত্র ৩ মাসে যে পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছে, তা ছিল কল্পনাতীত। ওপেনএআইয়ের এ সাফল্য টেক জায়ান্ট গুগলেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একপ্রকার তাড়াহুড়া করেই নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট বার্ড উন্মুক্ত করে তারা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে বার্ড আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেনি; বরং জিপিটি-৪ নেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কীভাবে একে আরও কাজে লাগানো যায়, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

শুধু চ্যাটবট নয়; বরং হিউম্যানয়েড রোবোটিকসের নির্মাণ ও পরিচালনার জন্যও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হানসেন রোবোটিকসের সোফিয়া দ্য রোবট, বোস্টন ডায়নামিকসের অ্যাটলাস ও স্পট, হোন্ডা আসিমো, নাসার রোবোনট এবং টেসলার অটোপাইলট গাড়ি নির্মাণেও ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক ও সূক্ষ্ম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মাত্র এক দশক আগেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল সুপারকম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও বৈজ্ঞানিক ডেটা পর্যালোচনার মধ্যে। তবে আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার প্রায় সর্বব্যাপী। বর্তমানে বিশ্বে এমন কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন, পরিবহন থেকে শুরু করে সরকারব্যবস্থা ও রণাঙ্গন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। পিডব্লিউসির একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং এর সেবাগুলো বিশ্ব অর্থনীতিতে ১৫.৭ ট্রিলিয়ন ডলার যোগ করবে। তাই বলা যেতে পারে, মানবসভ্যতা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিকাশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শুরুটা হয় ১৯৬০-এর দশকে। তবে ষাটের দশকের এলিজা চ্যাটবট এবং শেকি দ্য রোবট কিংবা নব্বইয়ের দশকের ডিপ ব্লুকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। আজকের মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং প্রযুক্তি এত উন্নত যে মাত্র ১২ বছর আগের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও এখন নিতান্ত শিশুসুলভ মনে হয়। চ্যাটজিপিটি, গুগল ডিপমাইন্ড ও আইবিএম ওয়াটসন এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষের কি এখানেই শেষ, নাকি সবে শুরু?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'প্রকৃত' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এখনো জন্মই হয়নি। বর্তমানে আমরা যা দেখছি, তা মাতৃগর্ভে থাকা ভ্রূণের সমতুল্য। 'প্রকৃত' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে বিজ্ঞানীরা মূলত বোঝান আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা এজিআই কিংবা স্ট্রং এআইকে। এ জন্য আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকারভেদের বিষয়টি বুঝতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকারভেদ প্রধানত দুই পদ্ধতিতে করা হয়। এক. বিবর্তনগত প্রকারভেদ। দুই. নির্মাণগত প্রকারভেদ। বিবর্তনগত প্রকারভেদ অনুসারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তিন প্রকার। এক. আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স বা ন্যারো এআই, বাংলায় যাকে বলে দুর্বল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা; দুই. আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা এজিআই কিংবা স্ট্রং এআই, মানে শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তিন. আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স (অতিশক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)। নির্মাণগত দিক থেকে একে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। এক. রিঅ্যাকটিভ মেশিন বা প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্র; দুই. লিমিটেড মেমোরি বা সীমিত স্মৃতির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা; তিন. থিওরি অব মাইন্ড বা মনস্তত্ত্বীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং চার. সেলফ-অ্যাওয়ার এআই বা আত্মসচেতন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে মানবজীবন থেকে কায়িক শ্রমকে সমূল উৎপাটন করা হবে বলে মনে করেন অনেকে আমরা মূলত কথা বলব স্ট্রং এআই এবং থিওরি অব মাইন্ড ধরনের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে। আমরা ম্যাট্রিক্স কিংবা টার্মিনেটর—জাতীয় চলচ্চিত্রে অতি বুদ্ধিমান ও আত্মসচেতন যন্ত্রদের দেখেছি, যারা মানুষের সমপর্যায়ের কিংবা মানুষ থেকে আরও অনেক বেশি বুদ্ধিমান। স্ট্রং এআই এবং থিওরি অব মাইন্ড অনেকটা এ ধরনেরই কিছু। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আইকিউ মানুষের চেয়ে অনেক কম। গবেষক ও বিজ্ঞানী সের্গেই ইভানভের মতে, চ্যাটজিপিটি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ৮০-৮৩ আইকিউ—সম্পন্ন মানুষের দক্ষতা প্রদর্শন করে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। তবে বেশির ভাগ প্রচলিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আইকিউ ৫০-এর কম। আর একজন সাধারণ মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তার পরিসীমা ৯০-১০০। প্রচলিত অর্থে, একজন ১২০ আইকিউ—সম্পন্ন মানুষকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে করা হয়। বলে রাখা প্রয়োজন, আইকিউ পরিমাপের এই বিষয়কে অনেকেই ঠিক বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন না। তবে অনেকে মনে করেন, এটি কার্যকর। আইকিউ পরিমাপ করে বোঝা যায়, কে কতটা বুদ্ধিমান। তবে আইকিউ টেস্ট ঠিক কীভাবে বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞায়িত করছে এবং এই সংজ্ঞা ঠিক কতটা কার্যকর, সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

যাহোক, প্রসঙ্গে ফিরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার বর্তমান অবস্থা থেকে বিবর্তিত হয়ে যখন একজন পূর্ণবয়স্ক বুদ্ধিমান মানুষের মতো চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে, তখন তাকে এজিআই বা শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এজিআই অবিকল মানুষের মতো দক্ষতার সঙ্গে যেকোনো কাজ করতে পারবে। শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই নয়, এজিআই নিজেকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে। এ ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু একটি কিংবা দুটি কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং হয়ে উঠবে অলরাউন্ডার। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, এজিআই কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি নতুন স্কিল শিখে ফেলতে পারবে, যা শিখতে একজন সাধারণ মানুষের কয়েক বছর লেগে যায়। অর্থাৎ একটি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে যদি কোনো মানুষের গড়ে চার বছর সময় লাগে, এজিআই সেটি অর্জন করবে কয়েক মিনিটে। এসব কোনো কল্পকাহিনির পাতা থেকে তুলে দেওয়া গালগপ্পো নয়, কারণ, এর পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। জিপিটি-৩.৫ ইতিমধ্যে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছে এবং কিছু মেডিকেল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে থিওরি অব মাইন্ড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক মানুষের মতো সামাজিকভাবে আচরণ ও প্রাকৃতিক ভাষায় যোগাযোগ করতে পারবে। এটি মানবসমাজকে ইতিহাস, সমাজের গঠন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ধর্মীয় মতাদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে যোগাযোগ স্থাপন করবে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা, রোগের ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গেও সমন্বয় করতে পারবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান ও সামাজিক একজন মানুষের মতো চিন্তা করবে এটি। থিওরি অব মাইন্ড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রাকৃতিকভাবে বোঝার উপায় থাকবে না, আমরা কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলছি না।

বর্তমানে শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো বিদ্যমান উদাহরণ নেই (অন্তত জনসমক্ষে নেই)। তবে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রায় সবাই মনে করেন, আমরা শিগগিরই এমন বুদ্ধিমত্তা তৈরি করতে পারব, যেটা হবে মানুষের মতো স্মার্ট। বিশ্বব্যাপী গবেষকেরা শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির জন্য নিরলস গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি কিছু দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এজিআই তৈরির কাজ চলছে। শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলিউড সিনেমার মতো আত্মসচেতন হয়ে উঠবে কি না, সেটি এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এজিআই আত্মপ্রকাশের পরপরই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তার শীর্ষবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাবে, এটা অনেকটা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে তাই নিশ্চিত। অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞ বেন রস দাবি করেন, ২০৪০ নাগাদ আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স তৈরি হবে এবং ২০৬০ নাগাদ কোনো একসময়ে আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স আত্মপ্রকাশ করবে, যা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে সূচকীয় হারে হাজার গুণ কিংবা লক্ষ গুণ ছাড়িয়ে যাবে। তবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার এবং বিগ ডেটা প্রযুক্তির অগ্রগতি দেখে অনেকে এমন ধারণাও করছেন যে ২০৪০-এর অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করবে এজিআই।

শিল্পবিপ্লব প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিকীকরণ এবং স্বয়ংক্রিয়তার বিপ্লব। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও কাজে কায়িক শ্রমের মাত্রা ও মানুষের হস্তক্ষেপ কমিয়ে কীভাবে মানবসভ্যতাকে আরও উন্নত, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে তোলা যায়; এটিই মূলত শিল্পবিপ্লবের মূলমন্ত্র। প্রথম শিল্পবিপ্লবে বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রথমবারের মতো কায়িক শ্রমকে যান্ত্রিক শ্রম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে বিদ্যুৎ, ট্রানজিস্টর, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়তা নতুন মাত্রা লাভ করে এবং কায়িক শ্রমকে বিদায় করা সম্ভব হয় অনেকটাই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, বিগ ডেটা, আইওটি, ব্লকচেইনসহ আরও অনেক প্রযুক্তি ও প্রবণতার সমন্বয়ে মানবজীবন থেকে কায়িক শ্রমকে সমূলে উৎপাটন করা হবে, এমনটাই ধারণা করছেন অনেকে। এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলবে। এ প্রভাব হবে অপরিবর্তনীয়। আর এখান থেকেই হতে পারে এক নতুন যুগের উন্মেষ। সম্ভবত খুব শিগগির আমরা এমনই একটি নতুন যুগে পদার্পণ করতে চলেছি, যখন বিদ্যুৎ, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা ইন্টারনেটের মতোই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, আইওটি, ব্লকচেইন, ন্যানো প্রযুক্তি, ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি, বায়োটেক, ওয়্যারেবলস বা পরিধানযোগ্য ইন্টারনেট, স্বচালিত গাড়ি, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং ইত্যাদি আমাদের নিত্যদিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। সে সময়টি সম্ভবত খুব বেশি দূরে নয়। আজ থেকে এক দশক পরই হয়তো একদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা দেখব, পৃথিবী বদলে গেছে। না, এক দিনে হবে না সেটা। সে জন্য আরও অনেক আগে থেকেই কাজ করছেন হাজারো প্রযুক্তিবিদ ও কম্পিউটারবিজ্ঞানী। আমাদেরও সে যাত্রায় যোগ দিতে হবে। সেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এখনই।

সার্বজনীন মহাকর্ষ কী ?

আবুল বাসার

কিন্তু এখানে নিউটন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপেল ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পড়ে কেন?' ব্যস, এই ভাবনাই তাঁকে সন্ধান দিল গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ নামের যুগান্তকারী একটি তত্ত্বের।

১৭ শতকের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে, বিশেষ করে মহাকর্ষকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। কথিত আছে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে একদিন এক আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। সে সময় আপেল গাছ থেকে একটা আপেল খসে তাঁর মাথায় পড়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আপেল গাছ থেকে নিচে পড়ে। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিল মানুষ। কিন্তু এখানে নিউটন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপেল ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পড়ে কেন?' ব্যস, এই ভাবনাই তাঁকে সন্ধান দিল গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ নামের যুগান্তকারী একটি তত্ত্বের। অবশ্য আপেল সংক্রান্ত এই ঘটনাটি মিথ বা কিংবদন্তী বলেই ধারণা করেন অনেকে। তবে নিউটনের সমসাময়িক উইলিয়াম স্টুকলির কাছে এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বয়ং নিউটন। সেটিই লিখে গেছেন নিউটনের এই জীবনীকার। এই আপেল কাহিনি উল্লেখ করার পেছনে অন্য কিছু কারণ জড়িত বলে সন্দেহ করেন বিরুদ্ধবাদীরা বা মিথ তত্ত্বে বিশ্বাসীরা।

যাহোক, আপেল পড়ার সময় নিউটনের ভাবনা কী ছিল, তা কারো সঠিকভাবে জানা নেই। তবে ধারণা করা হয়, তিনি বুঝতে পারেন, আপেলটি স্থির অবস্থা (গাছে ঝুলে থাকা) থেকে গতিশীল (গাছ থেকে খসে নিচের দিকে ত্বরিত বেগে ধাবিত হওয়া) হয়। এতে বোঝা যায়, আপেলটির মাটির দিকে ত্বরণের পেছনে অবশ্যই রহস্যময় কোনো বল দায়ী। এই বলটিকেই অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মহাকর্ষ নাম দেন নিউটন।

এরপর নিউটন যা করলেন, তা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। পৃথিবীর অভিকর্ষ বা অভিকর্ষজ ত্বরণ যদি সামান্য একটা আপেলের ওপর ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে এই বল কি আরও দূরের কোনো বস্তুর ওপরও কাজ করবে? নিউটন ভাবলেন, এটা হতে পারে। আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। তিনি গাণিতিক হিসেব কষে দেখলেন, পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানকে ভারসাম্যে রাখার মতো একটি বেগে ঘুরে চলেছে চাঁদ। এই বেগটা এমন বেশিও নয়, যার কারণে পৃথিবীর এই টান উপেক্ষা করে চাঁদ মহাশূন্যে ছিটকে পড়তে পারে। কিংবা এমন কিছু কমও নয়, যার কারণে তা পৃথিবীর টানে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়তে পারে। নিউটন যুক্তি দেখালেন, এই ধারণা ব্যবহার করে সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে পৃথিবীর গতিও ব্যাখ্যা করা যায় নিউটন এখানেই থামলেন না। তিনি যুক্তি দেখালেন, এই ধারণা ব্যবহার করে সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে পৃথিবীর গতিও ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর লেখা বিখ্যাত প্রিন্সিপিয়াতে তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যাও করলেন। তিনি বললেন, মহাকর্ষ একটি সার্বজনীন বল। আর মহাবিশ্বের সব বস্তু অবশ্যই অন্যান্য বস্তুর মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবের আওতাধীন। দূরত্ব যত বাড়ে, এই বলের প্রভাব তত কমে (বর্গীয় ব্যস্তানুপাতিক হারে)। সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র ব্যাপক প্রভাবশালী হয়ে উঠল। অল্প কথায়- ধরা যাক, আপনি প্রমাণ সাইজের একটা পাথর তুলে ছুড়ে মারলেন। সেটা হয়তো কিছুদূর সামনে গিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়বে। কিন্তু আপনার চেয়ে শক্তিশালী কেউ পাথরটা ছুড়লে হয়তো সেটা আরও কিছুদূর সামনে গিয়ে পড়বে। এভাবে যত জোরে ছোড়া হবে, পাথর আরও, আরও দূরে গিয়ে পড়বে। এবার একটু অতি কল্পনা করা যাক। ধরা যাক, অতি শক্তিশালী কেউ এত জোরে পাথরটা ছুড়তে পারে যে সেটা মাটিতে না পড়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে আসতে পারে (বাস্তবে এমন কেউ কি আছে? হারকিউলিস বেঁচে থাকলে তাকে দিয়ে পাথর ছুড়ে হয়তো পরীক্ষা করে দেখা যেত)। ওই লোকটি যদি ঠিক মতো ছুড়তে পারে, তাহলে দেখা যাবে পাথরটা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সময় ভূপৃষ্ঠ থেকে একই দূরত্ব বজায় রাখছে। বায়ুর ঘর্ষণ অগ্রাহ্য করা হলে দেখা যাবে, পাথরটা অনবরত ঘুরেই চলেছে। অর্থাৎ, পাথরটা এখন পৃথিবীর চারপাশে তার একটি কক্ষপথে ঘুরবে। এই কার্যকারণ থেকেই নিউটনের সূত্র ব্যাখ্যা করে, গ্রহরা কেন সূর্যের চারপাশে বিরামহীনভাবে ঘুরছে। আবার, এই কার্যকারণটিকেই আরেকটু সুক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে।

বস্তুর ভর ও দূরত্বের ওপর এই বল নির্ভরশীল হ্যাক মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু বা মানুষকে অন্যসব বস্তু টানছে। এই টান বা আকর্ষণ বলকে বলা হয় মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। শুধু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বলকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা অভিকর্ষ নামে ডাকা হয়। তবে এই নামটি শুধু বাংলায় রয়েছে, ইংরেজি দুটোরই এক। একে ইংরেজি ও দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বস্তুর ভর ও দূরত্বের ওপর এই বল নির্ভরশীল। ভর যত বেশি হবে, এই বলও তত বাড়বে। আর দূরত্ব বাড়লে কমবে।

নিউটনের ভাষায়, 'মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুটোর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল বস্তু দুটোর কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের জনগণ সবসময় বাংলাদেশের পাশে ছিল : জি এম কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের বলেছেন, ভারত হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে কাছের এবং বড় প্রতিবেশী। ভারতের জনগণ সবসময় আমাদের পাশে ছিল। তিনি বলেন, শুধু একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ নয় সব প্রয়োজনেই ভারত বন্ধু প্রতিম দেশ হিসেবে আমাদের পাশে ছিল। আমাদের সংস্কৃতি, চেহারা ও ইতিহাসে মিল রয়েছে। বর্তমানে ভারত শুধু সামরিক শক্তি নয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বন্ধু প্রতিম দেশের উন্নয়নের সঙ্গে আমরাও উপকৃত হচ্ছি। ব্যবসা, চিকিৎসা এবং শিক্ষার জন্যও ভারত আমাদের কাছে দরকারি। আমাদের স্বার্থেই ভারতের সঙ্গে সুস্পর্ক রাখা জরুরি।

শনিবার দুপুরে রাজধানী ঢাকার দয়াগঞ্জের জাতীয় শিব মন্দির চত্বরে স্বামী শ্রী অধোক্ষানন্দ দেবতীর্থ মহারাজ এর নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতের ত্রিপুরা বিধান সভার ডেপুটি স্পিকার শ্রী রাম প্রসাদ পাল।

তিনি আরো বলেন, প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গেই জাতীয় পার্টি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করে। ভারতের সঙ্গে আমাদের যেমন সম্পর্ক রাখা দরকার, তেমনি আমাদের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক রাখা জরুরি। ভৌগলিক কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কারণ, ভারতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে বাংলাদেশকে যেন কেউ ব্যবহার করতে না পারে। ভারতে ন্যায্য দাবি হচ্ছে, বাংলাদেশকে ব্যবহার করে কেউ যেন ভারতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে। পরস্পরের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারত শক্তিশালী সম্পর্ক। তাই, বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বে কেউ ফাটল ধরাতে পারবে না। এমন সম্পর্কে পরস্পর এক সঙ্গে এগিয়ে চলা সহজ হয়। ভারতের প্রয়োজনে আমরা সহায়তা দেবো আবার আমাদের প্রয়োজনে ভারত সহায়তা করবে এটাই দুটি দেশের মানুষের প্রত্যাশা। এ কারণেই ভারতে যে সরকারই আসে তারাই বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর সব ধর্মই শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণের কথা বলেছে। প্রতিটি ধর্মই মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়নের কথা বলেছে। বাংলাদেশের মানুষ হাজার বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঐতিহ্য লালন করছে। সব ধর্মের মানুষ যেন আত্মীয়তার বন্ধনে বাধা। দেশের মানুষের রক্তের মধ্যেই রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাদের শেখাতে হয় না। অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা বলেছেন, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে জাতীয় পার্টি। তিনি বলেন, পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শুভ জন্মাষ্টমীতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন। জন্মাষ্টমীর র্যালি বের করতে সব সহায়তা করেছেন। হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এছাড়া পূজা-পার্বণে জাতীয় পার্টি সব সময় সংখ্যালঘুদের পাশে থাকে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব অকৃত্রিম। অ্যাডভোকেট বিধান বিহারী গোস্বামীর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা সভা পরিচালনা করেন জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন দে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সত্যম রায় চৌধুরী, এস কে বাদল ও তরুন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায়, জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এর উপদেষ্টা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান আকাশ, ভাইস চেয়ারম্যান আমির উদ্দিন আহমেদ ঢালু ও যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট আবু তৈয়ব।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৭টি জেলার ১৫টি ঠিকানায় এনআইএ-র তল্লাশি

শ্রীনগর, ২০ মে (হি.স.): সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত দু”টি মামলার তদন্তে শনিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের ৭টি জেলার ১৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই ৭টি জেলা হল-শ্রীনগর, পুলওয়ামা, অবন্তিপোরা, অনন্তনাগ, শোপিয়ান, পুঞ্চ এবং কুপওয়ারা।

এনআইএ জানিয়েছে, গুসু, রাজপোরা, অবন্তিপোরা এবং ত্রালে অভিযান চালানো হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) কর্মীদের সহায়তায় এনআইএ-র তদন্তকারীরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত দু”টি মামলায় এই তদন্ত।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের তৎপর ইডি

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সকালে তল্লাশি অভিযান চলল কালীঘাটের কাকু হিসেবে পরিচিত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র-র বাড়িতে। ‘কালীঘাটের কাকু’-র বেহালার ফকিরপাড়া রোডের ফ্ল্যাট, বাড়ি-সহ বহু জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের সদস্যরা। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, সুজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সূত্রে ‘কালীঘাটের কাকু’র কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছিল, ‘কালীঘাটের কাকু’র আসল নাম সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সেই সুজয়কে এর আগে দু’বার তলব করেছিল সিবিআই। প্রথম বার হাজিরা দিলেও পরে তিনি নিজে হাজিরা দেননি। বদলে আইনজীবীকে দিয়ে নথিপত্র পাঠিয়ে দেন। সুজয় সেই সময় জানন, তাঁর কাছে কিছু নথি চাওয়া হয়েছিল। সেগুলি আইনজীবীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই জানান, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীনগরে ২২ মে শুরু হচ্ছে জি-২০ বৈঠক, কাশ্মীরে অতন্দ্র পাহারা সুরক্ষা বাহিনীর

শ্রীনগর, ২০ মে (হি.স.): আগামী ২২ মে শ্রীনগরে শুরু হচ্ছে জি-২০ বৈঠক, তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এবং পার্শবর্তী সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জম্মু শহরে ক্রাইসিস রেসপন্স টিম (সিআরটি) মোতায়েন করা হয়েছে এবং ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্তে টহল জোরদার করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর টহল চলছে শ্রীনগরের ডাল লেকেও।

জম্মু শহরের প্রতিটি চৌকিতে এবং শহরের অন্যত্র সমস্ত রুটে যানবাহন চেকিং জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জম্মু, জম্মুর আখনুর তহসিল, সাম্বা এবং কাঠুয়া জেলার স্থলভাগে এবং পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় টহল জোরদার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। সীমান্তের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বিএসএফ।

প্রখ্যাত জাপানি লেখকের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর

হিরোশিমা, ২০ মে (হি.স.): জাপানের হিরোশিমায় সে দেশের প্রখ্যাত জাপানি লেখক, হিন্দি ও পঞ্জাবি ভাষাবিদ, পদ্মশ্রী ডঃ টমিও মিজোকামির সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও বিশিষ্ট জাপানি চিত্রশিল্পী হিরোকো তাকায়ামার সঙ্গেও মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার জাপানি লেখক, হিন্দি ও পঞ্জাবি ভাষাবিদ, পদ্মশ্রী ডঃ টমিও মিজোকামির সঙ্গে সাক্ষাতের ।পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, ’হিরোশিমাতে অধ্যাপক টমিও মিজোকামির সঙ্গে আলাপচারিতা করতে পেরে আমি আনন্দিত। একজন পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত, তিনি একজন বিশিষ্ট হিন্দি এবং পঞ্জাবি ভাষাবিদ। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে জাপানের জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর খুশি ব্যক্ত করেছেন টমিও মিজোকামি। কেন তিনি হিন্দি শিখেছেন, তাও বলেছেন।

এছাড়াও বিশিষ্ট জাপানি চিত্রশিল্পী হিরোকো তাকায়ামার সঙ্গেও মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, জাপানি চিত্রশিল্পী হিরোকো তাকায়ামার সঙ্গে উষ্ণ কথোপকথন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাকায়ামাকে তাঁর চিত্রকর্মে ভারতের চেতনা আত্মস্থ করার জন্য এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রচারে অবদান রাখার জন্য প্রশংসা করেছেন। হিরোকো তাকায়ামা বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাকে বলেছেন, চিত্রটি খুব সুন্দর এবং তিনি এটি গ্রহণ করতে পেরে খুবই খুশি। ৪২ বছর আগে আমি প্রথম ভারতে গিয়েছিলাম। আমি ভারতের মাটিতে বসবাসকারী মানুষজনের চেতনা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছি। তারপর থেকে আমি ভারতীয় জনগণ এবং সংস্কৃতির শক্তির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা আমি তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি।’

ভারতে সক্রিয় কোভিড রোগী কমে ৮,৬৭৫; মৃত্যু আরও ৬ জনের, সুস্থতার হার ৯৮.৮০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমেছে, সুস্থতার হারও বেড়েছে অনেকটাই।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭৮২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৮,৬৭৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৬ জনের মৃত্যুর পর শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮২৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৪৫,২০৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৯৭৮ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৯৬,৮৫০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ মে সারা দিনে ভারতে ১,২৯,১০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

হাইমাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : হাইমাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, “হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলো তোমাদের সাফল্যের সঙ্গে পূর্ণ হোক।” প্রসঙ্গত, হাই-মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিলের ফলাফল এদিন প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিকভাবে তিনটি বিভাগ মিলিয়ে মেধাতালিকায় ঠাঁই পেয়েছে ৩৫ জন। ছাত্রের সংখ্যা ২৭। ছাত্রীর সংখ্যা ১০।

ফুঁসছেন মদন মিত্র, রোগী ভর্তি করাতে না পেরে ডাক দিলেন, ‘বয়কট পিজি’

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) এসএসকেএম হাসপাতাল বয়কটের ডাক দিয়েছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। ওই হাসপাতালে অনেক চেষ্টা করেও রোগীকে ভর্তি করানো যায়নি বলে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মদনবাবু।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকে এসএসকেএম। এই হাসপাতালে মদনবাবু নিজেও একাধিক বার ভর্তি হয়েছেন। এসএসকেএমেরই উডবার্ন ব্লকে অতীতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। এই হাসপাতালের একাধিক সংগঠনের কর্তাও ছিলেন তিনি। সেই পিজি হাসপাতালের বিরুদ্ধে মদনের মুখ থেকে এমন অভিযোগ শোরগোল ফেলে দিয়েছে।এসএসকেএম বয়কটের ডাক দিয়ে এ বিষয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন মদন। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর আর্জি, “যত দিন না মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করছেন, তত দিন ‘পিজিকে না বলুন’।”ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। শুভদীপ পাল নামের এক যুবক দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য রাতেই নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। কিন্তু অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে ভর্তি নিতে চাননি। নানা ভাবে চেষ্টা করেও রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো যায়নি বলে অভিযোগ।

রাতেই হাসপাতালের সামনে থেকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি এসএসকেএমে দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, টাকা না দিলে এই হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা হয় না। সূত্রের খবর, আহত শুভদীপ নিজেও সরকারি হাসপাতালে ল্যাব টেকনিশিয়ানের কাজ করেন। শুক্রবার তিনি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে এসএসকেএমে চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পরিষেবা মেলেনি বলে অভিযোগ। এর পর হাসপাতালে যান মদনবাবু নিজে। তিনি হাসপাতালের সামনে থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানান, পিজি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি। রোগীকে ভর্তি না নেওয়া গেলেও সেখানে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা মেলা উচিত। ২৪ ঘণ্টা ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা থাকার পরেও কেন রোগীকে দেখা হল না, প্রশ্ন তোলেন মদনবাবু।

দিনে গরম ও রাতে স্বস্তি

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): দিনের বেলায় কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ, কখনও আবার রোদের তেজ। অনুভূত হচ্ছে ঘর্মাক্ত গরমও, বিকেল গড়াতেই ঝড়-বৃষ্টি, সৌজন্যে রাতে অনুভূত হচ্ছে স্বস্তি। কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আপাতত চলবে আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা। ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে কমছে তাপমাত্রাও, শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় আপাতত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হতে পারে বৃষ্টি। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

অমৃতসরে একই রাতে দু'টি ড্রোন

অমৃতসর, ২০ মে (হি.স.): পঞ্জাবের অমৃতসরে একই রাতে দু”টি পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম ভারতের প্রবেশের সময় দু”টি ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে বিএসএফ। শনিবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, উভয় ঘটনাটি ঘটেছে অমৃতসরের ফরওয়ার্ড এলাকায়।

প্রথম ড্রোনটি ’ডিজেআই ম্যাট্রিস ৩০০ আরটিকে’ একটি কালো কোয়াডকপ্টার, অমৃতসর জেলার উধার ধারিওয়াল গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বিএসএফ জওয়ানরা পাকিস্তান থেকে আসা আরেকটি ড্রোন নামিয়েছে অমৃতসর সেক্টরেই। ড্রোনে লাগানো সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য-সহ একটি ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে।

সিবিআই দফতরে হাজিরা অভিষেকের, কুন্তলের চিঠি মামলায় তৃণমূল সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় শনিবার সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকাল ১০.৫২ মিনিটে কালীঘাটের বাড়ি থেকে রওনা দেন অভিষেক। সকাল ১০.৫৮ মিনিটে নিজাম প্যালেসে পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ।

নিজাম প্যালেসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে সিবিআই তলবের নোটিস পান অভিষেক। সেই সময় তৃণমূলের ‘নবজোয়ার’ কর্মসূচিতে বাঁকুড়ায় ছিলেন সাংসদ। সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে কলকাতায় ফেরার জন্য কর্মসূচি কাটছাঁট করেন অভিষেক। শুক্রবার রাতে কলকাতায় ফেরেন তিনি। আর শনিবার হাজিরা দিয়েছেন সিবিআই দফতরে।

পুঞ্চের মেন্ধর সেক্টরে অনুপ্রবেশের সময় নিকেশ এক অনুপ্রবেশকারী, মাদক ও আইইডি উদ্ধার

পুঞ্চ, ২০ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের সময় এক অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে মারল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুক্রবার রাতে ওই অনুপ্রবেশকারীকে নিকেশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভিমবের গালি ব্রিগেড। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে মাদক ও আইইডি। শনিবার সকালে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারী। ওই অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে নিকেশ করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে মাদক ও আইইডি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ক্রমশই বাড়ছে চিকেন পক্স

এই সময়টায় চিকেন পক্সের প্রকোপ বেড়ে যায়। ক্রমশই বাড়ছে চিকেন পক্স ! পক্সের সংক্রমণের প্রভাব অনেকাংশে কমিয়ে দেয় সজনে ফুল, তবে এর আর কী কী উপকারিতা আছে জানলে চমকে যাবেন। সজনে গাছের ছোট ছোট ফুলের রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। পাশাপাশি এই গাছের ফল থেকে যে লম্বা সরু ডাটা পাওয়া যায় সেটা যেমন খেতেও ভাল লাগে, আবার খাওয়াটা ভীষণ উপকারীও বটে। সেই সঙ্গে সজনের শাক অর্থাতসজনে গাছের পাতাও আপনি শাক হিসেবে খেতে পারেন। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে এই শাক।

প্রতিদিন খাবারের পাতে অল্প বিস্তর শাক রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। তবে বসন্তকালে সজনের শাক বেশি করে খান। সেই সঙ্গে খাবেন এই গাছের ফুল। সজনের ফুল বসন্ত প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। মরসুম বদলের এই সময় সর্দি, কাশি, জ্বরের সমস্যা তো লেগেই থাকে। এসব কিছুর থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে সজনে ফুল। সজনের পুরো গাছটাই আসলে ঔষধি গুণে ভরা। এই সজনের ডাঁটা বা ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এমাইনো এসিড রয়েছে। বাতের রোগীর জন্য দারুন উপকারী এই ডাঁটা। সজনে গাছের ডাঁটা থেকেই বাতের রোগীদের জন্য তেল তৈরি হয়। ঠান্ডা লেগে বুকে এবং গলায় সংক্রমণ দেখা দিলে সজনে ফুল খেতে হয়। এই সময় তাই সজনে ফুল ভীষণ উপকারী। সজনে গাছের ফুলের মধ্যে রয়েছে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিনস ও মিনারেলস। এর মধ্যে পাবেন ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১, ভিটামিন বি ২, ভিটামিন বি ৩, ম্যাগনেসিয়াম এবং প্রোটিন। এই সময় অনেকেই সজনে ফুল খান কিন্তু কিভাবে রান্না করলে এর পুষ্টিগুণ বজায় থাকে তা অনেকেরই অজানা। সজনে ফুল কখনও ভেজে খেতে নেই। আলু এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। সজনে ডাঁটা ঝোল কিংবা তরকারিতে খাওয়া যেতে পারে। বসন্তে মারাত্মক সব রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচতে নিয়মিত সজনে ফুল, ডাটা কিংবা শাকের মধ্যে একটিও অন্ততপক্ষে পাতে অবশ্যই রাখুন। বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে সকলকেই খেতে হবে। বসন্তে চিকেন পক্স এবং অন্যান্য রোগের হাত থেকে বাঁচার এর চেয়ে ভাল আর কোনও উপায় নেই।

গরমে ত্বকে চুলকানির সমস্যা থেকে বাঁচতে যা করণীয়

গরমে ত্বকে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ বাড়ে। এসময় ঘাম ও জীবাণুর কারণে ত্বকে চুলকানি দেখা দিয়। এতে ঘামাচি পাউডার ব্যবহার করলে আরাম পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে সাময়িক মুক্তি মেলে। ত্বকে চুলকানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে কিছু উপায় মেনে চলতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

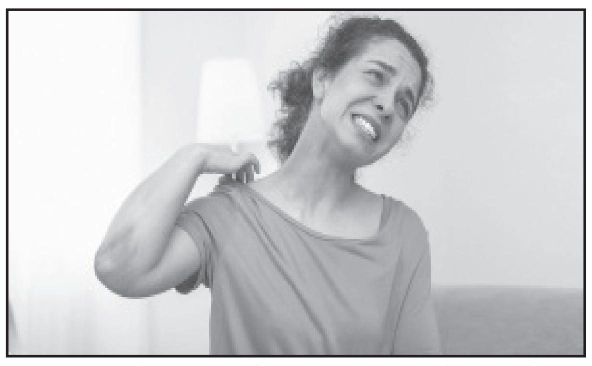

চন্দনের ব্যবহার

রূপচর্চায় চন্দনের ব্যবহার সম্পর্কে জানা আছে সবার। এই চন্দন কিন্তু ত্বকের যেকোনো সংক্রমণ কমাতেও সমান কার্যকরী। সেজন্য চন্দনের গুঁড়ার সঙ্গে মেশাতে হবে গোলাপজল। এখন মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে ত্বকের সংক্রমিত স্থানে। কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত এভাবে ব্যবহার করলে ত্বকের চুলকানি থেকে মুক্তি পাবেন। বেকিং সোডা ও লেবুর রস ত্বকে চুলকানি হলে বার বার চুলকে তা বাড়িয়ে তুলবেন না। কারণ নখের মাধ্যমে ত্বকে আরও বেশি জীবাণু ছড়াতে পারে। ত্বকের চুলকানি দূর করতে ব্যবহার করতে পারেন একটি মিশ্রণ। সেজন্য প্রথমে ১ চামচ করে বেকিং সোডা ও লেবুর রস নিয়ে একসঙ্গে মেশাতে হবে। মিশ্রণ তৈরি হয়ে গেলে ত্বকের চুলকানির স্থানি লাগিয়ে মিনিট দশেকের মতো অপেক্ষা করুন। এরপর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলকানির সমস্যা অনেকটাই কমবে। নারিকেল তেল চুল ভালো রাখতে সাহায্য করে নারিকেল তেল। শুধু তাই নয়, এটি ত্বক ভালো রাখতেও কার্যকরী। এই তেলের আছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য। এই দুই উপাদান ত্বককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। চুলকানিসহ ত্বকের সংক্রমণজনিত অন্যান্য সমস্যায় নারকেল তেল উপকারী। তবে সেই নারিকেল তেল যেন খাঁটি হয়, সেদিকে নজর রাখবেন।

নিমপাতার পেস্ট যেকোনো ধরনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কাজ করে নিমপাতা। তেতো স্বাদের এই পাতা খেলেও নানা উপকার মেলে। তবে ত্বকে চুলকানির সমস্যায়, এই পাতার পেস্ট ব্যবহার করলেই পাবেন উপকার। নিমপাতা ধুয়ে পরিষ্কার করে পেস্ট তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত ব্যবহারে উপকার মিলবে।

লাঞ্চে এই ৭ খাবার খেলেই ঘুম পাবে আর খাবারও ঠিক মতো হজম হবে না

একে গরম। তার উপর রোজ এক থেকে দু ঘণ্টার জার্নি করে ঘেমে-নেয়ে অফিস যাওয়া-আসায় শরীর এমনিই ক্লান্ত থাকে। একে গরম, ঘাম তার উপর দূষণ সব মিলিয়ে শরীরের অবস্থা দফারফা। গরমের দিনে খেতেও খুব একটা ইচ্ছে করে না। খাওয়ারে রুচি থাকে না। জল, তরল এসব বেশি খাওয়া হয়। আবার বেশি করে নুন-চিনি দেওয়া জল, শরবত খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা অনেক বেশি হয়।

এই গরমের দুপুরে অফিসে লাঞ্চ করলেই তার কিছুক্ষণ পর ঘুম পেতে থাকে। কোনওক্রমে ৩০ মিনিট কাটলেও তারপর কোনও ভাবেই চোখ খুলে রাখা যায় না। মনে হয় একবার পাওয়ার ন্যাপ নিতে পারলে বোধহয় ভাল হত। সব সময় তো আর সেই সুযোগ থাকে না। ঘুম পাওয়া অস্বাভাবিক কোনও কিছু নয়। এর জন্য দায়ী আমাদের খাদ্যাভ্যাস।

অফিসের প্রয়োজনে ঘুম ঠিকমতো হয় না। সেই সঙ্গে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়। আর তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলে দুপুরের দিকে ঘুম পেতেই পারে। লাঞ্চে অধিকাংশই ভাত কিংবা রুটি নিয়ে আসেন। আর যাঁরা বাড়ি থেকে খাবার আনতে পারেন না তাঁদের বাইরের খাবারের মধ্যে প্রথম পছন্দ থাকে আলুর পরোটা। দুপুরে আলুর পরোটা, টকদই রায়তা বা চাটনি খেলে কিছু সময় পর ঘুম পাবেই। আলু পরোটার মধ্যে অনেক বেশি স্টার্চ থাকে। আর এই পরোটা হজম করতে বেশি সময় লাগে। ফলে ঘুম পেতে থাকে। পরিবর্তে ছাতু, সবজি বা পনির চলতে পারে। তবে একটার বেশি পরোটা নয়। পরোটার সঙ্গে এক বাটি স্যালাড খান।

পরোটার পরিবর্তে চিলা বানিয়ে খান। এই চিলা অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লাঞ্চে বিরিয়ানি, ফ্রায়েডরাইস বা পোলাও খাওয়া ঠিক নয়। এই সব খাবারের মধ্যে কার্বস বেশি। এতে মেলাটোনিন আর সেরাটোনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই দুই হল স্লিপ হরমোন। এতেই বেশি ঘুম পায়। এই সব রাইসের পরিবর্তে একদম অল্প চাল আর প্রচুর সবজি দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিন পোলাও।

পিতা, বার্গার, ফ্রায়েজ, নুডলস এসব লাঞ্চে একদম খাবেন না। এই সব খাবারের মধ্যে ক্যালোরি অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এছাড়াও নানা রকম সস, সসেজ এসবও ব্যবহার করা হয়। ফলে এমন ফাস্টফুড বেশি খেলে শরীরে বেশি ক্যালোরি যায়। এই সব খাবার স্বাদে খুবই ভাল তবে অস্বাস্থ্যকর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। যে কারণে বেশি ঘুম পায়। এবং কিছুক্ষণ পর আবারও খিদে পায়। পিতার সঙ্গে অনেকেই কোল্ডড্রিংক খান। এই দুই এর প্রভাবে সুগার খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। যে কারণে শরীর বেশি ক্লান্ত লাগে। পরিবর্তে বাড়ি থেকেই হেলদি রোল বানিয়ে আনুন। এছাড়াও খেতে পারেন স্যান্ডউইচ। এতে ক্ষতি অনেকটাই কম হয়। অফিসে বসে চিপস, বিস্কুট কেক বেশি খেলেও ঘুম পায়। কারণ এর মধ্যো সোডিয়াম অনেক বেশি থাকে। যা শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। তাই সব সময় চেষ্টা করুন বাড়ির বানানো খাবার খেতে।

শরীরের এই ১২ টি জায়গায় ব্যাথা ?

শরীর থাকলে ব্যথাও থাকবে। আঘাত বা কোনও অসুখ-জনিত ব্যথা নিয়ে এই প্রতিবেদন নয়।

এমন কিছু ব্যথা আমরা সকলেই অনুভব করি, যাদেরকে ঠিক সকারণ বলা যাবে না। এই ব্যথা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হঠাত আসে এবং হঠাত এরা মিলিয়ে যায়। আমরা এদের চিকিতার কথা ভেবে ওঠার আগেই এরা লোপ পায় বলে এদের নিয়ে তেমন মাথা ঘামানোর সময় বা সুযোগ আমাদের জীবনে ঘটে না।

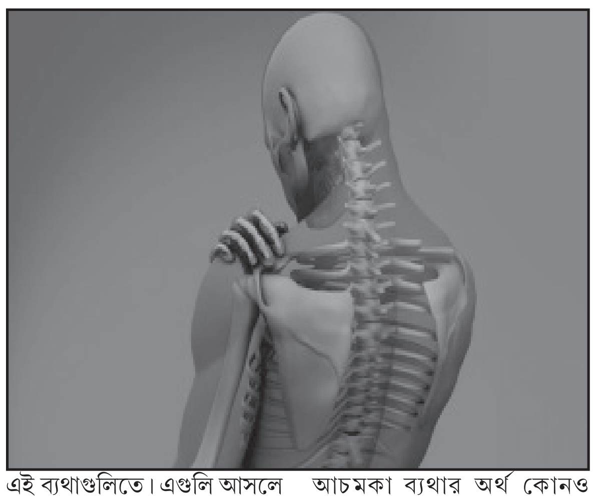

কিন্তু মনোবিদরা জানাচ্ছেন, এই ব্যথাগুলির অন্য তাতর্য রয়েছে। ট্রমা ও অবসাদ সংক্রান্ত মনোরোগের বিশেষজ্ঞ এবং সাইকোলজি টুডে পত্রিকার নিয়মিত কলাম লেখক সুজান ব্যাবেল এক আশ্চর্য তত্ত্ব পেশ করেছেন সম্প্রতি। তাঁর মতে এই আচমকা ব্যথার পিছনে গভীর কারণ রয়েছে।

এবং কারণগুলি মূলত আবেগ-জাত। বেশ কিছু আবেগ ও অনুভূতিই তীব্র আকার নেয় এই ব্যথাগুলিতে। এগুলি আসলে সেই অনুভূতিগুলিরই প্রকাশ।

দেহের ১২টি অঙ্গের কথা বলেছেন সুজান ব্যাবেল। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন কোন অঙ্গে আচমকা ব্যথার আবেগ-ঘটিত উত কী।

যে কারনে শরীরের এই ১২ যায়গায় ব্যথা হয়! দেখে নিন: ১: মাথা: মাথা ব্যথা বা মাইগ্রেনের পিছনে কাজ করে স্ট্রেস বা অতিরিক্ত মানসিক চাপ। ২: ঘাড়: এই এলাকায় নিয়মিত আচমকা ব্যথার অর্থ কোনও কিছুকে ক্ষমা না করতে পারা।

৩: কাঁধ: অতিরিক্ত মানসিক ভার থেকে এই অঞ্চলে আচমকা ব্যথা অনুভূত হতে পারে। বেশি দায়িত্ব হাতে এলেও ঘাড়ে ব্যথা অনুভূত হয়। ৪: পিঠের উপর দিক: যাঁদের আবেগ শেযার করার জায়গা নেই তাঁরাই এই ব্যথায় বেশি ভোগেন। একাকীত্ববোধ থেকেও এই ব্যথা অনুভূত হয়। ৫: পিঠের নীচের দিক: আর্থিক দুশ্চিন্তা, ঋণ ইত্যাদির কারণে এই ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

৬: বাহু ও কনুই: যাঁদের চিন্তা অতিরিক্তমাত্রায় অপরিবর্তনীয়, কঠোর, তাঁরাই এখানকার ব্যথায় বেশি ভোগেন। ৭: হাতের তালু: সামাজিক মেলামেশা কমে এলে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হলে এখানে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

৮: নিতম্ব: কোনও বিশেষ সিদ্ধান্তকেই আঁকড়ে ধরতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের এই স্থানে ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। ৯: হাঁটু: নিজেকে অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভাবা, তুমুল অহমিকাবোধ থেকে জন্ম নিতেই পারে হাঁটুর ব্যথা।

১০: কবজি: এই অঙ্গের ব্যথার পিছনে কাজ করে তীব্র ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।

১১: গোড়ালি: জীবনে একঘেয়ে লাগলে এবং সেই বোধ তীব্র আকার নিলে গোড়ালি ব্যথা হতে পারে।

১২: পায়ের পাতা: পায়ের পাতায় অসহ্য ব্যথা অবসাদের লক্ষণ। অবসাদ গভীর হলে এরকম ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

মাইগ্রেন থেকে সোজা গোড়ালির ব্যথা, দূর করুন ঘরোয়া উপায়েই

আয়ুর্বেদ চিকিতাবিজ্ঞানের মূল সূত্রই হচ্ছে, সুস্থ মানুষের সুস্থতা রক্ষা করা এবং রোগাক্রান্ত মানুষকে রোগমুক্ত করা। শোধন বা ডিটক্সিফিকেশনের চিকিতাক্ষেত্রে মূলত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এক, শমন চিকিতা অর্থাতরোগ প্রশমনের বিবিধ উপায়। দুই, শোধন চিকিতা অর্থাতরোগকে সমূলে উতাটন করার বিবিধ পদ্ধতি যা ডিটক্সিফিকেশন হিসেবে ধরা হয়।

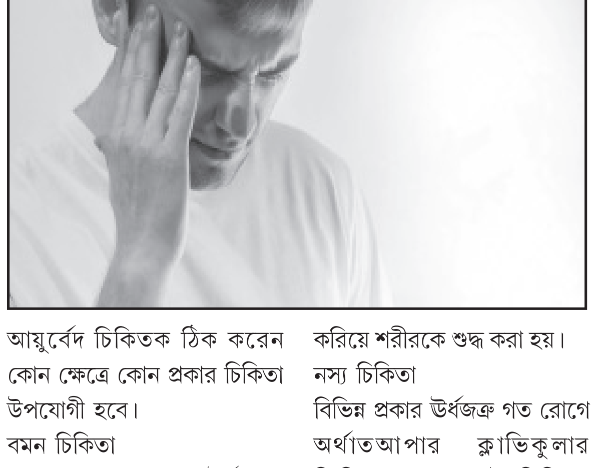

এই শোধন শব্দটা সংস্কৃত শব্দ যার গূঢ়ার্থ হল ”শুদ্ধ” অর্থাতপরিষ্কার করা। চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের মতো আয়ুর্বেদের গুরুত্বপূর্ণ মূল গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে রয়েছে এই শোধন চিকিতার শ্রেষ্ঠতার গুণকীর্তন। আচার্য চরকের মতে, যে সকল চিকিতার মাধ্যমে শরীরের বিষম দোষকে সাম্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাই প্রকৃত চিকিতা। প্রখ্যাত বাঙালি চিকিতক ও চরক সংহিতার টিকাকার চক্রপানী দত্তের মতে, রোগের সমূলে উতাটনের লক্ষ্যে শোধন চিকিতা এক অদ্বিতীয় চিকিতা।

কী এই শোধন চিকিতা

এই শোধন চিকিতা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তাই এটির আর এক নাম ”পঞ্চকর্ম”। রোগীর রোগ, রোগের তীব্রতা, রোগীর দেহবল, দোষের প্রাবল্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে আয়ুর্বেদ চিকিতক ঠিক করেন কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকার চিকিতা উপযোগী হবে।

বমন চিকিতা

চরক মতে ”দোষ হরণম উর্ধভাগম বমন সঙ্ককম।”অর্থাতশরীরের উপরিভাগ দ্বারা দূষিত দোষের অপসারণকে এককথায় ”বমন চিকিতা” বলে। এতে পাকস্থলীর দূষিত ও অপক্ক পদার্থসমুহ শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে।

বিরেচন চিকিতা

দেহের বিবিধ প্রকার দূষিত আবর্জনা ও পক্বাশয়ের দূষিত পিত্তকে মলের সাথে নির্গমনকে ”বিরেচন” বলে।

বস্তি চিকিতা

এই চিকিতাকে শোধন চিকিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিতা বা অর্ধ চিকিতা বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার ঔষধি দ্রব্য সহযোগে ও ক্ষেত্রবিশেষে একক স্নেহ ও তরলকে এনেমা দ্বারা প্রবেশ করিয়ে শরীরকে শুদ্ধ করা হয়।

নস্য চিকিতা

বিভিন্ন প্রকার উর্ধজত্রু গত রোগে অর্থাতআপার ক্লাভিকুলার ডিজিজে নস্য শ্রেষ্ঠ চিকিতা যেখানে ভেষজ সমৃদ্ধ তেল বা চূর্ণ নাকের দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে দেওয়ার বিধান রয়েছে।

রক্তমোক্ষণ

এককথায় এটি হল শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি উপায়ে পরিমাণ মতো রক্তকে বের করে বিভিন্ন কঠিন থেকে কঠিনতম রোগের সুচিকিতার পদ্ধতি।

এই চিকিতার শ্রেষ্ঠত্ব

দোষা কদাচিতক্যুপন্তি জিতা লঙ্ঘন পাচনে।

জিতা সংশোধনৈয় তু নং তেশাং পুনরূদভব।

(চরক সংহিতা,সূত্র স্থান:১৬/২০)

অর্থাতলঙ্ঘন,পাচন ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে শরীরের দূষিত দোষকে শমন করা গেলেও তা পুনরায় দেহে রোগ আকারে প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু শোধন চিকিতার ফলে শুদ্ধ হওয়া শরীরে রোগের পুনরুভাব ঘটে না। যখন রোগকে কোনওভাবেই বাগে আনা যায় না তখন এই শোধন চিকিতা (পঞ্চকর্ম চিকিতায়) এক ব্রহ্মাস্ত্র।

শোধনযোগ্য রোগ ও রোগী

মেদবহুল রোগী, অনিদ্রা বা অতি নিদ্রাতুর রোগী, দুর্বলরোগী, পাণ্ডু রোগী, বিবিধ ত্বকজ বিকার, উতাহহীনতায় ভুক্তভুগী রোগী সর্বোপরি রোগের মূলোতাটনের ক্ষেত্রে এই চিকিতা বিকল্পহীন।

দুধ সর রোজ রাতে মুখে মেখে নিলেই উজ্জ্বল ত্বক

দুধ জ্বাল দিলেই উপরে জমতে শুরু করে সর। এই দুধের সর তুলে খেতে যেমন ভাল লাগে, তেমনই মুখেও মাখলেও পাওয়া যায় হাজারো উপকারিতা। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মুখে দুধের সর মাখলে এটি ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে, ত্বক উজ্জ্বল করতে এবং ত্বকের বয়স বাড়াতে সাহায্য করে। যদিও ভারতীয়দের মধ্যে দুধ দিয়ে রূপচর্চা করার প্রবণতা রয়েছে।

এমনকী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও কাঁচা দুধ দিয়ে ত্বকের পরিচর্চার কথা উল্লেখ রয়েছে। কাঁচা দুধ অবশ্যই ত্বকের জন্য উপকারী। আর যদি দুধ জ্বাল দেওয়ার পর দুধের সর মুখে মাখেন, তাহলে নিখুঁত ত্বকের স্বপ্ন পূরণ হবে মাত্র দু'দিনে।

ক্লিনজার হিসেবে মাখুন দুধের সর- প্রথমে হালকা কোনও ক্লিনজার হিসেবে মুখ পরিষ্কার করে নিন, যাতে ত্বকের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত ধুলোবালি, ময়লা, তেল দূর হয়ে যায়। এরপর দুধের সর নিয়ে ভাল করে ত্বকের উপর লাগিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এরপর শুকনো তোয়ালে মুখ মুছে নিন। রোজ রাতে এভাবে দুধের সর দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে পারেন। দুধের সরের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, যা ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে।

দুধের সর ও মধুর ফেসপ্যাক- মধুর মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ রয়েছে। দুধের সরের সঙ্গে মধু মিশিয়ে মাখলে এটি যেমন আপনার ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করবে, তেমনই ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। ২ চামচ দুধের সরের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে ভাল করে মুখ ও গলায় লাগান। মিনিট পনেরো রাখার পর সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। আপনার ত্বকে যদি কোনও ক্ষত থাকে, সেটাও দূর করে দেবে দুধের সর ও মধুর ফেসপ্যাক।

দুধের সর ও হলুদ ফেসপ্যাক- রূপচর্চার দুনিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে হলুদ। হলুদের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যখনই আপনি দুধের সরের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে মাখবেন আপনার ত্বকের বর্ণ উজ্জ্বল হবে। এই ফেসপ্যাক কিছুদিন ব্যবহারের পর আপনি নিজেই দেখতে পাবেন ত্বকের জেল্লা কীভাবে বেড়ে গিয়েছে। ২ চামচ দুধের সরের সঙ্গে ১ চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে ত্বকের উপর লাগান। ২০ মিনিট রাখার পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেসপ্যাক আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারবেন।

স্নানের সময় প্রথমে মাথায় জল ঢালেন নাকি ? আজই হন সাবধান

নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মানুষ স্নান করেন। তাছাড়া গরমে স্বস্তি পেতেও স্নান করা জরুরি। সুস্থ থাকার জন্যও নিয়মিত স্নান করা গুরুত্বপূর্ণ। স্নান করার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়টি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়। আর এতেই ঘটে বিপদ !

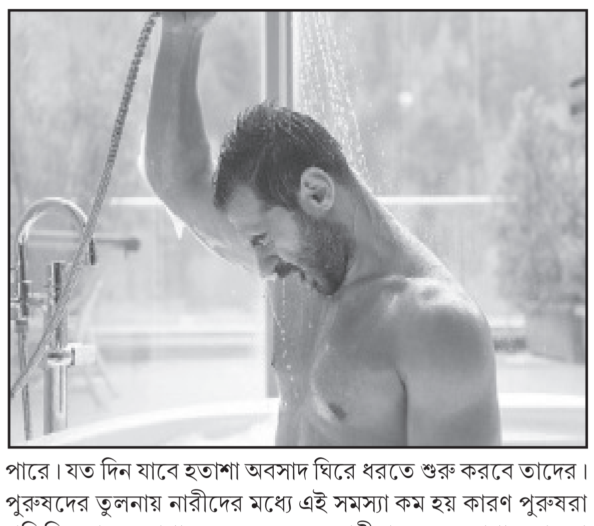

স্নানে ঢুকে প্রথমেই যদি মাথায় জল ঢালেন, তাহলে সেটাই করছেন মারাত্মক ভুল।

অনেক বিজ্ঞানী গবেষণায় দেখেছেন যে স্নানের সময় প্রথমে মাথায় জল ঢাললে অনেক রোগ হতে পারে। ভাবছেন, তাহলে স্নানের শুরুটা কীভাবে করবেন? চলুন জেনে নেয়া যাক-

স্নানের সময় প্রথমে পায়ে জল ঢালতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে জল ঢালতে হবে। যখন আপনার পুরো শরীর ভিজে যাবে তখন মাথায় জল ঢালুন।

প্রথমত, স্নানের সময় মাথায় প্রথম জল ঢাললে রক্ত চলাচলে সমস্যা শুরু হয়। যত বয়স বাড়তে থাকে সেই সমস্যা আরো বাড়তে থাকে। মাথায় রক্ত প্রবাহ হ্রাস পেতে থাকে, যা বড়সড় রোগের কারণ হতে পারে। যত দিন যাবে হতাশা অবসাদ ঘিরে ধরতে শুরু করবে তাদের। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে এই সমস্যা কম হয় কারণ পুরুষরা প্রতিদিন তাদের মাথা ধুয়ে ফেলে এবং নারীরা চুল বড় রাখার কারণে সপ্তাহে একবার বা দু'বার মাথা ধুয়ে থাকেন।

হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন, সিবিআইকে জানালেন অভিষেক

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শীর্ষ আদালতে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। দ্রুত শুনানির আরজি জানান তিনি।

হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে প্রথমে জানিয়েছিলেন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেককে ইডি এবং সিবিআই করতে পারবে। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যান অভিষেক। শীর্ষ আদালত মামলার বেঞ্চ বদলে দেয়। মামলাটি যায় বিচারপতি অমৃতা সিনার বেঞ্চে। তিনিও একই কথা বলেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখেন বিচারপতি সিনা।

এর পর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান অভিষেক। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দেয়। অভিষেক আবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলার দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। তার পর শুক্রবারই নোটিস দেয় সিবিআই। শনিবার সকাল ১১ টায় তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়।

সেই অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়েই সিবিআই দফতরে পৌঁছে গিয়েছেন অভিষেক। সেই সঙ্গে তিনি সিবিআইকে যে চিঠি দিয়েছেন, তা-ও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে অভিষেক জানিয়েছেন, তিনি হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

চিঠিতে অভিষেক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ১৯ তারিখ নোটিস দিয়ে তাঁকে ২০ তারিখেই হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। এক দিনেরও কম সময় পাওয়ায় তিনি বিস্মিত।

অভিষেক দু'মাস ব্যাপী তৃণমূলের জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচির মধ্যে ছিলেন। সেই যাত্রা মাঝপথে থামিয়ে তাঁকে হাজিরার জন্য কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলেই যথাসময়ে হাজিরা দিচ্ছেন, চিঠিতে জানান অভিষেক। অভিষেক আরও জানিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যে বিচারপতি সিনার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। ২২ মে, সোমবার, শীর্ষ আদালতে তাঁর মামলার দ্রুত শুনানির আর্জিও জানানো হবে।

রাজাজি জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হল বাঘিনী

দেহরাদূন, ২০ মে (হি.স.): রাজাজি জাতীয় উদ্যানের মোতিচুর রেঞ্জে ছাড়া হল একটি বাঘিনী-কে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ও কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব শনিবার এই বাঘিনীকে জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানান, 'একটি বাঘিনীকে রাজাজি উদ্যানে ছাড়া হল। পরিবেশ ও অর্থনীতির ভারসাম্যের পথে এগিয়ে চলতে এটা বড় পদক্ষেপ। পরিবেশকে বাঁচাতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।'

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং রাজ্যের বনমন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল রাজাজি জাতীয় উদ্যানের মতিচুর রেঞ্জের পরিদর্শন করেছেন। এই উপলক্ষে, করবেট টাইগার রিজার্ভের বনাঞ্চল থেকে আনা একটি বাঘিনীকে রাজাজি টাইগার রিজার্ভের মোতিচুর বনাঞ্চলের ঘের থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জি-৭ সম্মেলনে অংশ নিলেন মোদী, বাউডেন ও সুনককে উষ্ণ অভিনন্দন

হিরোশিমা, ২০ মে (হি.স.): জাপানের হিরোশিমা শহরে জি-৭ শিখর সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন স্থলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে মিলিত হন। উভয় নেতা পরস্পরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকও প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে এদিন জি-৭ হিরোশিমা সম্মেলনের ৬ ওয়ার্কিং সেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। জাপান এই বছর জি-৭-এর আয়োজক দেশ, ভারতকে অতিথি দেশ হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জি-৭ সম্মেলন স্থলে আসার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা।

করিমগঞ্জের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভরতির আবেদনপত্র আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ মে (হি.স.) : ছাত্রছাত্রীদের ভরতির সুযোগ রয়েছে করিমগঞ্জের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। করিমগঞ্জের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে বেশ কয়েকটি আসন শূন্য। তাই একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দিপু কেএস।

দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলা সদরে নীলমণি রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান সহ বাণিজ্য শাখায় ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন। ইচ্ছুক প্রার্থীদের আগামী ২২ মে (২০২৩) বা তার আগে আবেদন করতে হবে।

ভরতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্ধখ্হ্দ্বস্খ্রদ্দ.দ্ধন্তুন.খত্ত্বহ্দ্র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। করিমগঞ্জ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দিপু কেএস এক প্রেস বার্তায় এই আহ্বান জানিয়েছেন।

মৃত ভানু বাগের স্ত্রীর খোঁজে বালাসোরে রাজ্য সিআইডি

বালাসোর (ওড়িশা), ২০ মে (হি.স.) : এগরা বিস্ফোরণ-কাণ্ডে এবার মৃত কৃষ্ণপদ তথা ভানু বাগের স্ত্রীর খোঁজ শুরু করল সিআইডি । শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি-র একটি দল তাঁর খোঁজে ওড়িশার বালাসোর জেলার জলেশ্বরের কামারদায় যায় । ওড়িশা পুলিশের সূত্রে খবর, ভানু বাগের স্ত্রী বালাসোরে কামারদায় আত্মগোপন করে রয়েছেন । গত মঙ্গলবারের বিস্ফোরণের ঘটনায় ভানু বাগের ছেলে এবং ভাইপোকে গ্রেফতার করে পুলিশ । অন্যদিকে, প্রায় ৭০ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় শুক্রবার ভোররাতে কটকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে মূল অভিযুক্ত ভানু বাগের।

কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন নীতীশ-তেজস্বী

পটনা, ২০ মে (হি.স.) : আজ শনিবার কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এতে বিরোধী দলের সব নেতার পাশাপাশি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবও অংশ নেন। এই শপথ অনুষ্ঠানেঅংশ নেওয়ার অজুহাতে নীতীশ কুমার যে বিরোধী ঐক্যের প্রচার চালাচ্ছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নীতীশ কুমারের প্রচারকে অগ্নিপরীক্ষা বলা হচ্ছে কারণ আজকের শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধী ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত কতজন নেতা পৌঁছান তার দিকে সকলের লক্ষ্য থাকবে। এতে বিরোধী ঐক্যের শক্তি দেখা যাবে। যাঁরা এই কর্মসূচিতে পৌঁছাবেন না, তাঁরা বিরোধী ঐক্যে বিশ্বাস করেন না বলেই মনে করা হবে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিরোধী নেতাদের একত্রিত করতে বিভিন্ন রাজ্যে সফর করেন। এতে কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং উদ্ধব ঠাকরে, শরদ পাওয়ার, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের বহু নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের সঙ্গে একটি বিশেষ বিমানে কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। শুক্রবারই দ্বারভাঙ্গা সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবও জানিয়েছেন যে তিনি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। উল্লেখ্য, কর্ণাটকে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে কংগ্রেস। কর্ণাটকে ২২৪ সদস্যের বিধানসভার জন্য ১০ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩৫ টি আসন জিতেছে। বিজেপি মাত্র ৬৬টি আসন পেয়েছে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার দল জনতা দল (সেকুলার) ১৯টি আসন পেয়েছে। কর্ণাটকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করছে কংগ্রেস। সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, ডিকে শিবকুমার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

বাংলাদেশের মৌলভীবাজারে লাইনচ্যুত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ ২ বগি, বন্ধ রেল যোগাযোগ

মৌলভীবাজার, ২০ মে (হি. স.) : বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সীমানায় চট্টগ্রাম থেকে আসা সিলেটগামী আন্তঃনগর উদয়ন এক্সপ্রেস (৭২৩) ট্রেনের ইঞ্জিনসহ ২টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবারের এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও এই ঘটনায় সিলেট-চট্টগ্রাম এবং সিলেট-ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছেন শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে মাস্টার সাখাওয়াত হোসেন। তিনি জানান, লাউয়াছড়া অংশে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ ২টি বগি উল্টে যায়। এই ঘটনায় আপাতত সিলেটের সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানাতে গিয়ে মৌলভীবাজার বন্যপ্রাণী রেঞ্জের রেঞ্জকর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, রাতে ঝড়ের সময় লাউয়াছড়ায় বড় একটি গাছ লাইনের উপর আছড়ে পড়ে। এই গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উদয়ন ট্রেনের বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে কেউ আহত হয়নি।

সিকিমে আটকে পড়া ৫০০ পর্যটককে উদ্ধার করল ভারতীয় সেনা

গ্যাংটক, ২০ মে (হি. স.) : ধসের কারণে সিকিমে আটকে পড়া ৫০০ পর্যটককে উদ্ধার করল ভারতীয় সেনা। শুক্রবার উত্তর সিকিমের চুংথাং এলাকায় মূল সড়কের ওপর ব্যপক ধস নামে। সেখানেই আটকে পড়া পর্যটকরা।

আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করে ত্রিশক্তি কর্পসের সেনারা। পর্যটকদের উদ্ধার করে সেনা ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়েছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে প্রবল বর্ষনের কারণে ধস নামে উত্তর সিকিমের চুংথাং এলাকায়। ধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মূল সড়কটি। এই পাহাড়িপথে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

এরফলে আটকে পড়ে লাচুং ও লাচেনে ঘুরতে আসা শয়ে শয়ে পর্যটক বোঝাই গাড়ি। সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসনের অনুরোধে পর্যটকদের উদ্ধারে এগিয়ে আসে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কর্পসের জওয়ানরা। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় ৫০০ দেশ বিদেশের পর্যটককে।

শনিবার ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধস বিধ্বস্ত এলাকা থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আটকে পড়া পর্যটকদের মধ্যে ২১৬ জন পুরুষ, ১১৩ জন মহিলা এবং ৫৪ জন শিশু রয়েছে। তাদের তিনটি আলাদা সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনারা নিজেদের ব্যারাক খালি করে দিয়ে সেখানেই রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাদের। পাশাপাশি সেখানেই তিনটি মেডিক্যাল টিম গঠন করে পর্যটকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, গরম পোশাক ও খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেনার তরফে।

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চুংথাং-এর রাস্তা থেকে ধস সরানোর কাজ চলছে।

৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউ ক্যালেডোনিয়ার লয়ালটি দ্বীপ

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.) : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউ ক্যালেডোনিয়া। শনিবার নিউ ক্যালেডোনিয়ার লয়ালটি দ্বীপের দক্ষিণপূর্বে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে ভূমিকম্পটির কারণে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলগুলোতে কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় নি।

নিউ ক্যালেডোনিয়ার লয়্যালটি দ্বীপপুঞ্জের ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। শনিবার নিউ ক্যালেডোনিয়ার লয়ালটি দ্বীপের দক্ষিণপূর্বে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এরপর অঞ্চলটিতে বেশ কয়েকটি আফটারশক রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (ইউএসজিএস)। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৬ কিলোমিটার গভীরে।

অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া ব্যুরো জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কারণে অস্ট্রেলীয় মূল ভূখণ্ড, দ্বীপ ও অঞ্চলগুলোতে কোনও সুনামির আশঙ্কা নেই।

উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আঘাত হানে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, যার জেরে সুনামি সতর্কতা জারি করেছিল কর্তৃপক্ষ। ইউএসজিএসের তথ্যমতে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৭ কিলোমিটার গভীরে।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস মানুষকে উপকূলীয় এলাকা থেকে উচ্চ ভূমিতে সরে যেতে বলেছে। এছাড়া প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

হাই-মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিলে ছাত্রীদের 'হারাল' ছাত্ররা, বাজিমাত উত্তর ২৪ পরগনার

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ হাই-মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিলের ফলাফল। এবার তিনটি বিভাগেই ছাত্রীদের টেক্কা দিয়েছে ছাত্ররা। তিনটি ক্ষেত্রেই ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের পাশের হার বেশি। আবার মেধাতালিকার নিরিখে ভালো ফল করেছে উত্তর ২৪ পরগনা। আলিম এবং ফাজিলের প্রথম তিনে উত্তর ২৪ পরগনার পড়ুয়ারা আছে। হাই-মাদ্রাসার প্রথম তিনে অবশ্য মুর্শিদাবাদ এবং মালদার দাপট বজায় থেকেছে। সার্বিকভাবে তিনটি বিভাগ মিলিয়ে মেধাতালিকায় ঠাঁই পেয়েছে ৩৫ জন। ছাত্রের সংখ্যা ২৭। ছাত্রীর সংখ্যা ১০।

হাই-মাদ্রাসায় এবার পাশের হার ৮৮.০৯ শতাংশ। মোট ৩৫,২০৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করেছেন ৩১,০১৪ জন। যেখানে ছাত্রদের পাশের হার ৯০.০২ শতাংশ, সেখানে ছাত্রীদের পাশের হার ৮৭.১২ শতাংশে ঠেকেছে।

হাই-মাদ্রাসায় প্রথম হয়েছেন মুর্শিদাবাদের ছেলে আশিক ইকবাল। ৭৮০ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মুর্শিদাবাদেরই নাসিরউদ্দিন মোল্লা। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৫।

তৃতীয় হয়েছেন মালদার মহম্মদ মুক্তাদুর রহমান। হাই-মাদ্রাসায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৪।

এবার আলিমে পাশের হার থেকেছে ৯১.১৫ শতাংশ। এক্ষেত্রেও ছাত্ররা বাজিমাত করেছে। যেখানে ছাত্রদের পাশের হার ৯৬.০৬ শতাংশ, সেখানে ছাত্রীদের পাশে ৮৬.৩৫ শতাংশে ঠেকেছে। প্রথম স্থান অধিকার করেছে উত্তর ২৪ পরগনার মহম্মদ সুজাউদ্দিন লস্কর। ৮৪৫ নম্বর পেয়েছে।

আলিমে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার করিমুল ইসলাম মণ্ডল এবং মুর্শিদাবাদের আবদুল হালিম। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩।

আলিমে তৃতীয় হয়েছে মুর্শিদাবাদের ছেলে আবদুর রহমান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৯।

ঘূর্ণিঝড় মোকায় মায়ানমারে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৫ জন, নিহতদের মধ্যে ৯১ জনই রোহিঙ্গা

নে-পি-দ, ২০ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় মোকায় তিন নয় মায়ানমারে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৫ জন মানুষ। নিহতদের মধ্যে ৯১ জনই রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু। মোকার তাণ্ডবের ছয় দিন পর বিবৃতি পরিবর্তন করে এমনই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে মায়ানমারে ক্ষমতাসীন জুন্টা সরকার।

মায়ানমারে ক্ষমতাসীন জুন্টা সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় মোখায় মিয়ানমারে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৫ জন মানুষ। নিহতদের মধ্যে ৯১ জনই রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু। তারা রাখাইনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয় শিবিরগুলোতে অবস্থান করছিলেন। এদের মধ্যে ২৪ জন স্থানীয় এবং ১১৭ জন রোহিঙ্গা। নিহতদের তালিকায় চারজন সেনা সদস্য রয়েছেন। শুক্রবার জুন্টা নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন চ্যানেল এমআরটিভিতে এ তথ্য জানানো হয়।

তবে জুন্টার এ দাবি যাচাই করতে পারেনি আন্তর্জাতিক কোনও গণমাধ্যম। প্রকৃত নিহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। মোকায় রাখাইন প্রদেশে মৃতের সংখ্যা চার শতাধিক বলে জানিয়েছে সেখাকার কয়েকজন।

প্রসঙ্গত, বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় মোকা গত ১৩ মে মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ রাখাইনে আছড়ে পড়ে। এসময় রাখাইনের বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গতিবেগঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২১০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল। এতে ঝড়-বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় রাখাইন প্রদেশের রাজধানী সিতওয়েসহ বিভিন্ন অঞ্চল। ভূমিধস ঘটে, গাছ উপড়ে পড়ে, ভবন ধসে পড়ে এবং রাস্তাগুলো ভেঙে যায়।-

এনসিসির ক্যাম্প শুরু এনআরসিসিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শনিবার থেকে শুরু হলো এন.এস.আর.সি.সি তে ১০ দিন ব্যাপী এনসিসি ক্যাম্প। ক্যাম্পেকেন্দ্র করে এনসিসি ক্যাডেটদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। আগরতলায় এনএসআরসিসিতে ১০ দিন ব্যাপী এনসিসি ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো শনিবার। এবারের ক্যাম্পে ৩৪০ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছেন। দশ দিনব্যাপী ক্যাম্পে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হবে। এই ক্যাম্প কে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এনসিসি সর্বদাই স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সহ নানা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন এনসিসি স্বেচ্ছাসেবকরা। রাজ্যে অনুষ্ঠিত দশ দিনব্যাপী ক্যাম্প থেকে তারা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরো দারুন ভাবে উৎসাহিত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এনসিসির ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ।

সোনামুড়ায় বিভিন্ন সামগ্রীর রিসাইকেলিং সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। নাগরিকদের ব্যবহৃত পুরনো বই , কাপড় , জুতো এবং প্লাস্টিকের সামগ্রী ইত্যাদি পুরনো জিনিসপত্র পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে সোনামুড়া টাউন মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় রিসাইকেলিং সেন্টারের সূচনা করা হয়।ভারত সরকারের গৃহায়ন ও নগর বিষয়ক দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিন সপ্তাহব্যাপী স্বচ্ছ ভারত মিশন ২.০এর অন্তর্গত - আমার জীবন , আমার স্বচ্ছ শহর কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে শহরের নাগরিকদের ব্যবহৃত পুরনো বই , কাপড় , জুতো এবং প্লাস্টিকের সামগ্রী ইত্যাদি পুরনো জিনিসপত্র পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে সোনামুড়া টাউন মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় রিসাইকেলিং সেন্টারের সূচনা করা হয়। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান সারদা চক্রবর্তী। ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সাহাজান মিয়া সহ নগর এলাকার বাজার কমিটির সম্পাদক সভাপতি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা উঠে আছে সমগ্র নগর এলাকার পাশাপাশি সোনামুড়া মূল বাজার এলাকাকে স্বচ্ছ এবং সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে সকলের সার্বিক প্রয়াস যাতে জারি থাকে। প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

ধর্মনগরে মহিলা কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত নারী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ধর্মনগরস্থিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মহিলা ও কন্যা সন্তানের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে এক সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা কমিশনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, ভাইস চেয়ারপার্সন অস্মিতা বণিক, ধর্মনগর মহিলা থানার ওসি সহ অন্যান্যরা। মূলত ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন অঙ্গনারী কেন্দ্রের দিদিমনি ও চাইল্ড লাইনের কর্মীদের নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী জানান ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলা এবং কন্যা সন্তানের বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধ করতে মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এই সচেতনতা মূলক সভা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাজিরা নিয়ে ফরমান জারি নবান্নের

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : সোমবার ফের একদফা কলম ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি সরকারি কর্মচারী সংগঠনের তরফে। তা নিয়ে এবারও কড়া অবস্থান নবান্নের। ওই দিনে রাজ্যের সব সরকারি কর্মচারীদের নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে।
রাজ্যের বক্তব্য কলম ধর্মঘটের সরকারি অফিসগুলির কাজকর্ম বিঘ্নিত করবে এবং সাধারণ মানুষকে ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করবে। তাই ওই দিনে যদি কোনও কর্মচারীকে অফিসে নিজ দায়িত্ব পালন করতে না দেখা যায়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে নবান্ন। রাজ্যের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ওই দিনে কোনও সরকারি কর্মচারী ছুটি (ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য যে কোনও রকমের ছুটি) কিংবা অর্ধদিবস ছুটি নিতে পারবেন না। তবে যদি কোনও সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, যদি পরিবারে কোনও শোকের পরিস্থিতি তৈরি হয়, যদি ১৯ মে'র আগে থেকে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে ছুটিতে থাকেন কিংবা যদি কেউ ১৯ তারিখের আগে থেকে চাইল্ড কেয়ার লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ, মেডিক্যাল লিভ বা আর্নড লিভ নিয়ে থাকেন, তাহলে এই কড়াকড়ির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।এ ছাড়া আর কেউ অন্য কোনও কারণে কাজে অনুপস্থিত থাকলে তাঁদের শোকজ করা হবে এবং কেন কাজে যাননি তার কারণ জানাতে হবে। উত্তর সন্তোষজনক না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের ওইদিনের বেতন কাটা যাবে। যারা শোকজের জবাব দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই ঝাঁঝ বাড়ছে আন্দোলনের।

মঙ্গলবার হাইলাকান্দি সফরে রাজ্যপাল

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া মঙ্গলবার হাইলাকান্দি সফরে আসছেন। ওই দিন তিনি বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট নাগাদ হাইলাকান্দিতে এসে পৌঁছাবেন।বিকেল পাঁচটায় তিনি জেলাশাসকের সভাকক্ষে জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জেলায় বাস্তবায়িত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করবেন। হাইলাকান্দিতে রাত কাটিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে আটটায় শিলচর চলে যাবেন তিনি।
এদিকে রাজ্যপালের হাইলাকান্দি জেলা সফর উপলক্ষ্যে আজ হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের কর্তারা এক সভায় বসেন। জেলাশাসক নিসর্গ হিবরের পৌরোহিত্যে সভায় সব বিভাগকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে বরখাস্ত ভাঙ্গা হায়ার সেকেন্ডারির অধ্যক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ মে (হি.স.) : অষ্টম শ্রেণির জনৈক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার ভাঙ্গা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ আসার উদ্দিন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অধিকর্তা মমতা হোজাই স্বাক্ষরিত এক আদেশে আজ শনিবার তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার স্কুলের এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল স্কুল-অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় ভারত-বাংলা সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে করিমগঞ্জে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধরনা কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।
গতকাল শুক্রবার ভাঙ্গায় এ নিয়ে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে পালন করে বিভিন্ন সংগঠন। জেলাশাসক সহ পুলিশ সুপারকে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। যদিও তিনদিন থেকে মুক্ত আকাশের নীচে অভিযুক্ত শিক্ষক।আজ শনিবার করিমগঞ্জের জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শকের এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় তরফে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর পর তাঁকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অধিকর্তা মমতা হোজাই।

বাংলাদেশী

● প্রথম পাতার পর

দেখে সন্দেহ জাগে বিএসএফ জোয়ানদের মনে। তখনই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলেই তারা দৌড়াতে শুরু করে। বিএসএফ জোয়ানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করলে দালাল সহ আরও দুইজন বাংলাদেশী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে যায় মহাম্মদ সৈয়দ আলী।

এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারা যায় উনি কিভাবে ভারতে এসেছিলেন। আর ভারতে ফিরে না আসার জন্যই পাকাপাকিভাবে উনি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন। উনার কাছ থেকে বাংলাদেশী নগদ ২৮ হাজার ত্রিশ টাকা সহ অনেক সামগ্রী উদ্ধার করে বিএসএফ জোয়ানরা। বিএসএফ জোয়ানরা ওই বাংলাদেশী ব্যক্তিকে ইরানি থানার হাতে তুলে দেয়।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

নোটিশ ছাড়া এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ চলছে যা অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তিন দলের পক্ষে নিম্নল্লেখিত দাবিসমূহ পেশ করা হয়।

দাবীর মধ্যে রয়েছে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিকসহ সব ধরনের সহায়তা করতে হবে। ধর্মন, নারী নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুনাখুনিসহ সব ধরনের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ শক্ত হাতে দমন করতে হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করতে হবে। কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গণবন্টন ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে সহ ৬ দফা দাবী।

প্রাইভেট টিউশন

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিকারক। আর কারণ তার প্রভাব পড়ছে বিদ্যালয়গুলিতে। শিক্ষকদের বিদ্যা ব্যবসার কারণে অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল মুখী হতে চাইছে না বলেও অভিযোগ। অনেকে স্কুল ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া করে চুটিয়ে টিউশন করছেন। এমন অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি সরকারের নজরে আসার পরেই ফের নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল দায়িত্বে থাকার সময়ও বহুবার এ নিয়ে দপ্তরকে ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অতীতেও একশ্রেণীর হগব শিক্ষক শিক্ষিকার দৌরাত্ম্যে মার খেয়েছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এমন অভিযোগ রয়েছে। সেই সময়ও বহুবার শিক্ষা দপ্তর এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছপা হতে বাধ্য হয়েছে। এবার নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পদক্ষেপ কতটা কার্যকরি হয় এখন তারই দেখার বিষয়। কারণ এবার শিক্ষা দপ্তর নিজেই সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আটর চোর

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় মানুষ।সাথে সাথে তাঁরা পশ্চিম থানায় খবর পাঠিয়েছেন। তখন ওই বাড়িতে কেউ ছিল না বলে জানিয়েছেন তিনি। পর্বতী সময়ে পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দিয়েছে স্থানীয়রাই। পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় তিন ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করার পর এলাকার মানুষ মাছ ধরার জালের মাধ্যমে দীপঙ্কর পালকে ফিশারির জল থেকে উদ্ধার করে। পরবর্তী সময় দীপঙ্কর পালের পরিবারের লোকেরা কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর পালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বর্তমানে দীপঙ্কর পালের মৃতদেহ কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজস্থানে

● প্রথম পাতার পর

সংবাদ সম্মেলনে জয়পুরের পুলিশ কমিশনার আনন্দ শ্রীবাস্তব বলেছেন, যে আইটি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক পুলিশকে জানিয়েছেন, জয়পুরের যোজনা ভবন নামে একটি সরকারি অফিসের বেসমেন্টে তাল্লাশি চালাতে নগদ ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে এবং একটি সোনার বার পেয়েছে।

এত টাকা কোথা থেকে এল, কার টাকা, সে সম্পর্কে খোঁজ চালানো শুরু করেছে পুলিশ। জয়পুরের সরকারি অফিস যোজনা ভবনের বেসমেন্টে আলমারিতে রাখা একটি ব্যাগে ২.৩১ কোটি টাকার বেশি নগদ এবং প্রায় ১ কেজি সোনার বিস্কুট পাওয়া গেছে। পুলিশ এই নোটগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

শপথ নিলেন

● প্রথম পাতার পর

খাড়গে, রামালিঙ্গা রেড্ডি, জামির আহমেদ খান, জি পরমেশ্বর, কে. মুনিপ্পা, কে. জর্জ এবং এম. বি. পাতিল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা প্রমুখ।

জিরানীয়া

● প্রথম পাতার পর

নেড়ে স্বাগত জানান এবং জিরানীয়া স্টেশন থেকে এর যাত্রার সূচনা করেন। অটো শ্রমিকদের পক্ষে মন্ত্রীকে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয় ও মন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

যান দূর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে আসে দিলীপ দেবের পরিবারের লোকজন।

দিলীপ দেবের মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার পরিজনেরা। তবে ঘাতক গাড়ি আটক করতে পারেনি এলাকাবাসী।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

করে দেয়। সবুজ এই পর্যন্ত চারটি বিয়ে করেন বলে জানা যায়। সে বিয়ের নামে প্রতারণা করছেন। এই ঘটনার জেরে গৃহবধুর শাশুড়ি কলমচৌড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

শাঁসের

● আটের পাতার পর

প্রতিবছর এই মরশুমে তালের শাঁস বিক্রি হয় রাজধানী সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রখর গরম থেকে মানুষ বাজারে বের হলে ডাবের জল যেমন পান করেন তৃষ্ণা মেটাতে তেমনি কচি তালের শাঁসও খান। কারণ শরীরে জল শুন্যতা দূর করতে সাহায্য করে এই কচি তালের শাঁস। পাকার চেয়ে বিভিন্ন গুনে ভরপুর কাঁচা তালের শাঁস। প্রতি বছরের মতো এবারো আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কাঁচা তাল নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। শনিবার এই দৃশ্য দেখা গেল ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এলাকায়। বিক্রেতারা জানান, ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি করছেন তালের শাঁস।

সিবিআইয়ের জেরার শেষে নিজাম প্যালেস থেকে বেরোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : দীর্ঘ সাড়ে ৯ ঘণ্টা জেরার শেষে শনিবার ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিজাম প্যালেস থেকে বেরোলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকাল সাড়ে ১১টার সময় নিজাম প্যালেসে তাঁকে তলব করেছিল সিবিআই। দীর্ঘ সাড়ে ৯ ঘণ্টা জেরা করা হল তাঁকে।
নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সকাল ১০টা ৫৮ মিনিট নাগাদ পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। সাড়ে ১১টা থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। সূত্রের খবর, ৫ জন সিবিআই আধিকারিক জেরা করেছেন অভিষেককে। ছিল ৫ পাতার প্রশ্নপত্র। এদিন নিজাম প্যালেসে ঢোকার সময়ে সাংবাদিকদের সামনে কিছু বলেননি তিনি। জানা গিয়েছে, তিন দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে। অবশেষে ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ শেষ হয় জেরা। উল্লেখ্য, কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় তাঁকে জেরা করা হয়েছে। হাজিরা দেওয়ার আগে সিবিআই'কে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক। তদন্তে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তলবের পর একদিন সময় না দেওয়া নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেকের আইনজীবী। আগামী সোমবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

বীরচন্দ্র মনুতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মীকে শোকজ করলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ মে।। দুইদিনের সফরে দক্ষিন ত্রিপুরায় আসলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে ও বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করেযাচ্ছেন। দক্ষিন ত্রিপুরা সফরের দ্বীতিয়দিনে শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু শুকর ফার্ম পরিদর্শন করলেন তারপাশাপাশি বীরচন্দ্র মনু এলাকায় টি আর এম দ্বারা পরিচালিত একটি স্ব সহায়ক দলের সদস্যাদের সঙ্গে দেখাকরলেন। জানাযায় এই স্ব সহায়ক দলের ২০ জন সদস্যামিলে শুকর পালন করছেন। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে উনারা এই শুকর পালনের লাভের দিকগুলি দেখতে পারবেন। আজকের এই পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সুধাংশু দাস সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়েজানান তিনি রাজ্যে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধীর জন্য কাজকরেযাচ্ছেন। তার পাশাপাশি তিনি জানান যেসকল যুবকরা অষ্টম শ্রেনী উক্তিন্ন অথবা যাদের চাকুরি পাবার সময়সিমা চলেগেছে তাদেরকে মৎস দপ্তর ও প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বীকরে গরে তোলার প্রয়াসে কাজকরাহচ্ছে। সকলকে চাকুরি দেওয়াসম্ভবনয় তাই এই দপ্তর গুলির মাধ্যমে কিভাবে বেকারদের কর্মসংস্থান করাযায় তার প্রয়াস করছে মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি জানান প্রত্যেক জেলাতে মাসে দুইদিন থাকবেন। যারমধ্যে একদিন সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনাসভায় মিলিত হবেন। পরেরদিন ফিল্ডভিজিটের মাধ্যমে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাবলবেন। লোকজনেদের মৎস্য চাষ ও পশু পালনের আগ্রহ বাড়াতে কাজ করেযাচ্ছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বীরচন্দ্র মনু এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে মন্ত্রী দেখতেপান বীরচন্দ্র একটি ভ্যাটেনারি অফিসে দুপুর ১২ টার পরেও তালাদেওয়া রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিককে দিয়ে ভ্যাটেনারিতে কর্মরত কর্মীকে শোকজ করেন। বীরচন্দ্রমনু এলাকা পরিদর্শন শেষে শান্তির বাজারে এস সি বরেজ হোষ্টেল ও শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি আজকের দিনের কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বিস্তারিত তথ্য তুলধরলেন।

এস এফ এস এর উদ্যোগে জোলাইবাড়ীতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফ্রি কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ মে।। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের গরীব অংশের ক্লাস ৬ থেকে ক্লাস ১০ এ পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এস এফ এস এর উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী এম এম গার্লস স্কুলে এক ফ্রি কোচিং এর ব্যাবস্থা করাহয়। এক অনুষ্ঠানের মধ্যধিয়ে এই ফ্রি কোচিং সেন্টারের শুভ সূচনা করলেন এস এফ এস এর পিলাক জেলার প্রমুখ বীর বাহাদুর ত্রিপুরা। উদ্ভোধকের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী নগরশাখার সহ সম্পাদক মনিন্দ্র দেবনাথ, সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ বৈদ্য, পিলাক জেলার সংযোজক সানাই বৈদ্য সহ অন্যন্যরা। এস এফ এস কতৃক আয়োজিত এই ফ্রি কোচিং সেন্টারের উদ্ভোধনকে কেন্দ্রকরে সকলের মধ্যে ব্যাপকউৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

তেলিয়ামুড়ায় 'মেরি লাইফ মেরি স্বচ্ছ শহর' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মে।। কেন্দ্রীয় সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার তাল তলা শেড ঘরে 'মেরি লাইফ মেরি স্বচ্ছ শহর' নামের এক কর্মসূচীর উদ্ভোধন করা হয় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্টানের মধ্যে শনিবার। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া বাজার মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্মসূচির গুরুত্ব আলোচনা করেন। তার পাশাপাশি তিনি বলেন, আজকের দিনে পরিবেশকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনে উদ্যোগ বলে তিনি জানান। তাছাড়া আগামী ১৫ দিনব্যাপী এই কর্মসূচি জারি থাকবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীদের সেরার সম্মান দিল পিআরএসআই

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : স্নাতকোত্তর স্তরে পাবলিক রিলেশনস ও কর্পোরেট কমিউনিকেশন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি জানাল পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা চ্যাপ্টার। ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুকুল ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মোট ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন "ক্যাশলেস বাজার"-এর ফাউন্ডার ও সিইও পীয়ুষ আগরওয়াল এবং "দ্য ড্রিমার্স"-এর ফাউন্ডার সুদীপ্ত চন্দ। ছাত্রছাত্রীদের সামনে নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও জীবনের ঘটনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে চলে প্রশ্নোত্তর পর্বও।কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দেন পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা চ্যাপ্টার-এর চেয়ারম্যান সৌম্যজিৎ মহাপাত্র এবং সোসাইটির অন্যান্য সদস্যরা।

শেষকৃত্যে বাবার দেহ কাঁধ দিলেন দুই ছেলে আয়ুষ্মান-অপারশক্তি

মুম্বই, ২০ মে (হি. স.) : শুক্রবারই পিতৃহারা হয়েছেন বলিউডের দুই অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা ও অপারশক্তি খুরানা। রাত পোহাতেই বাবার শুরু হয় শেষ কৃত্য। শনিবার শেষকৃত্যে বাবার দেহ কাঁধ দিলেন দুই ছেলে। এদিন সাদা পাঞ্জাবীতে এদিন দেখা গেল দুই বলিউড স্টারকে। রোখে রোদ চশমা। কাঁধে গামছা নিয়ে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কাঁধ দিলেন দুই ছেলে।
পি খুরানার প্রয়াণের খবর সামনে আসতেই বলিউডে নেমে আসে শোকের ছায়া। রাত পোহাতেই বাবার শুরু হয় শেষ কৃত্য। শনিবার সকাল থেকেই এই স্টারের বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। বেলা বারলেই শুরু হয় অন্তিমযাত্রার প্রস্তুতি। সাদা পাঞ্জাবীতে এদিন দেখা গেল দুই বলিউড স্টারকে। রোখে রোদ চশমা। কাঁধে গামছা নিয়ে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কাঁধ দিলেন দুই ছেলে। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় শোকজ্ঞান জানান অনুরাগীরা। শুক্রবার বাবার মৃত্যু খবর সামনে এনেছিলেন অপারশক্তি খুরানার টিম। এ প্রসঙ্গে অপারশক্তির মুখপাত্রের তরফে সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, "শুক্রবার মোহালিতে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। এক কঠিন সময়ে সকলকে পাশে চাইছি।" উল্লেখ্য, পেশায় সংখ্যাতত্ত্ববিদ ছিলেন পি খুরানা। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া। বাবার খুব কাছের ছিলেন দুই ছেলেই। এর আগে বহুবার বহু সাক্ষাৎকারে বাবাকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তাঁরা। তবে শেষ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন পি খুরানা।

াঙ্গন

সন্তোষ স্মৃতি লীগ চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ২ দশক পর সুপার ডিভিশনে খেলবে

ও পি সি -১৬৯/১০(৪৮.১) ব্লাডমাউথ-১৭৩/২ (৩০.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আগামীবছর সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। ২১ বছর পর। ২০০২ সালে সুপার ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে নেমে পড়েছিলো কৌশল আচার্য-র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সেরার সম্মান পায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। শনিবার খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে ব্লাডমাউথ ৮ উইকেটে পরাজিত করে ও পি সি-কে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ও পি সি-র গড়া ১৬৯ রানের জবাবে ১৯.৫ ওভার বাকি থাকতে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ব্লাডমাউথ। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য ৭৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। আসরে ৭ ম্যাচ খেলে ৬ টি ম্যাচে জয় পেয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সেরা হয়েছে ব্লাডমাউথ ক্লাব। এদিন সকালে ব্লাডমাউথের অধিনায়ক তুষার সাহা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ও পি সি-কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ও পি সি ৪৮.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে। মিডল অর্ডারে আকাশ আনন্দ এবং অজিঙ্ক অরুণ পাটিল যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ও পি সি-র স্কোর ৭০ রানের গন্ডি পার হতো কীনা তা নিয়ে দেখা দিত সন্দেহ। আজিঙ্ক ১০০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ এবং আকাশ ৭৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে নবারূণ চক্রবর্তী ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং বৈভব মালি ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে আরবিন্দ ভর্মা (৩/২৮),মণীর হুসেন (২/২৪) এবং দলনায়ক তুষার সাহা (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ৩০.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ব্লাডমাউথ ক্লাব। ওপেনার রণদীপ পাল (৫) ব্যর্থ হওয়ার পর কৌশিক গিরীর সঙ্গে রুখে দাঁড়ান দিনের নায়ক কৌশল আচার্য। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। দ্বিতীয় উইকেটে দুজন যোগ করেন ১৩৩ রান। কৌশিক ৫৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ রান করে আউট হয়েছেন।

এরপর আরবিন্দ ভর্মাকে সঙ্গে নিয়ে দলকে খেতাব জয় করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন কৌশল। ওই জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে জয় এনে দেন। কৌশল ৯৫ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৮ রানে এবং অরবিন্দ ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। ও পি সি-র পক্ষে দ্বীপেন বিশ্বাস (১/২৩) এবং বৈভব মালি (১/৫০) উইকেট পেয়েছেন। খেলা শেষে মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেন ব্লাডমাউথের ক্রিকেটার সহ কর্মকর্তা-রা।

শান্তিরবাজারে ক্রিকেট : উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী ইউনিটি পাঠচক্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আবারও ব্যাটিং তান্ডব। এবার সিনিয়র আসরে। ধোনী রিয়াং এর। আসরের প্রথম ম্যাচেই স্কুল পড়ুয়া ওই মারকুটে ব্যাটসম্যানটি করলো শতরান। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো ইউনিটি পাঠচক্র সোসাইটি। ৭১ রানে পরাজিত করলো কুষারঘাট তরুণ সঙ্ঘকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেট আসরে। বাইখোরা মাঠে শনিবার ইউনিটি পাঠচক্রের গড়া ২২০ রানের জবাবে কুষারঘাট তরুণ সঙ্ঘ ১৪৯ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের ধোনী রিয়াং ১০৪ রান করেন। বৃষ্টির জন্য মাঠ ভিজে থাকায় এদিন নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৩০ শে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাটি পাঠচক্র সোসাইটি ২২০ রান করে। দলের পক্ষে ধোনী ৭৬ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৪, শুপঙ্কর দত্ত ৩২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং চিন্ময় বিশ্বাস ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। কুষারঘাট তরুণ সঙ্ঘের পক্ষে কৃষান পাল (৩/৩১), শুভম দেব (৩/৩৯), পবিত্র মজুমদার (২/৩৯) এবং কৃষান দেবনাথ (২/৪৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে আয়ুষ দেবনাথ (৪/২৩) দুরন্ত বোলিংয়ে ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায় কুষারঘাট তরুণ সঙ্ঘ।

দলের প৭ দেবদাস বিশ্বাস ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, দীপেন্দু লস্কর ২৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং সুজন কান্তি সুর ২০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায়২৫ রান। ইউনিটি পাঠচক্র সোসাইটির পক্ষে আয়ুষ ছাড়া দিগন্ত সরকার (৩/২৯) সফল বোলার।

সন্ধান চাই

Ref :- Khowai Women PS GDENo-13 dated , 06/05/2023

পাশের ছবিটি হল শ্রীমতি সুমনা নমঃশুদ্র (২২), স্বামী - শ্রী চিরঞ্জীত নমঃশুদ্র সাং- তবলাবাড়ি, (বাজার নিকট) খোয়াই থানা- খোয়াই, জিলা- খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ০৬/০৫/২০২৩ ইং তারিখে তাহার বাপের বাড়ি (চেরমা, খোয়াই) থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত ব্যক্তির দেহের রঙ- ফর্সা উচ্চতা - ৪ ফুট, ৫ ইঞ্চি চুল - কালো পড়নে- শাড়ী।
উক্ত মহিলার ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

১। খোয়াই ডিআইবি কন্ট্রোল ঃ ০৩৮২৫-২২২০৮১
২। খোয়াই মহিলা থানা ঃ ৯২৩৩১৬৫৫৫২

স্বাক্ষর
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই- ত্রিপুরা।

ICA-D-249/23

No.F.6 (2)-BDO/SLC/IAY (PMAY)/CORR/2023-24/142 Dated, 20/05/2023

PUBLIC NOTICE

01 (One Nos.) eligible beneficiaries of PMAY-G under Silachari R.D Block are not found or traceable in the address/villages as per record within block jurisdiction. It has been learnt from the Village Committees that the households had migrated or shifted permanently to other places. Therefore, claims are hereby invited from genuine households by submitting his/her identity proof and other relevant documents till 25/05/2023 which may be communicated to the office of the BDO Silachari R.D Block through Email: bdosilachari@rediffmail.com, Phone no. 9615436385 or in written application for validating the claims.
Following are the names of the beneficiaries who are not found anymore in the concerned ADC Villages.

Sl. No.	Beneficiary Name	Father's Name	Address as per Record
1	Chiran Tripura	Muri Kumar Tripura	Barbil VC

(Pachal Debbarma)
Block Development Officer
Silachari R. D. Block

ICA/D-245/23

NOTICE INVITING TENDER

A sealed tender is hereby invited for hiring of 1(one) commercial vehicle (Tata Indigo ECS / Tata Manza / Maruti Swift / other equivalent model) from the interested registered car provider/ Owner/Agencies for the office use of the Secretary, Tripura Information Commission within the ceiling rates approved as per DFPRT , 2011 [See Rule9(3) amended 2019, vide Finance Department, Govt. of Tripura No.F.9(5)-FIN(EXPENDITURE-I)-2019 Dated 29' November 2019. The interested bidder shall quote rates for detention per day and rate per km as per format. The date and time for dropping the tender has been fixed from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 23/05/2023 to 06/06/2023 in the tender box of Tripura Information Commission and the tender will be opened on 06-06-2023 at 4.00 PM . For thedetails terms and condition please visit the Tripura State Portal /Official Portal of Govt. of Tripura www.tripura.gov.in or the official notice board of Tripura Information Commission, P.N. Complex,Agartala, West Tripura Gurkhabasti,

Secretary
Tripura Information Commission

ICA/C-608/23

PNle-T No, 03/BE/DWS/KD/2023-24 Dt, 04/05/2023

(1) DNle-T No_16/EE/DWS/KD/2023-24
(2) DNle-T No_17/EE/DWS/KD/2023-24
(3) DNle-T No.21/EB/DWS/KD/2023-24
(4) DNle-T No_22/EB/DWS/KD/2023-24
(5) DNle-T No_20/EE/DWS/KD/2023-24
(6) DNle-T No_23/EB/DWS/KD/2023-24
(7) DNle-T No_24/EE/DWS/KD/2023-24
(8) | DNle-T No_25/EE/DWS/KD/2023-24
(9) DNle-T No_26/EE/DWS/KD/2023-24
(10) DNle-T No_27/EB/DWS/KD/2023-24
(11) DNle-T No_28/EE/DWS/KD/2023-24
(12) DNle-T No_29/EE/DWS/KD/2023-24
(13) DNle-T No_30/EE/DWS/KD/2023-24
(14) DNle-T No_31/EE/DWS/KD/2023-24
(15) DNle-T No_32/BE/DWS/KD/2023-24
(16) DNle-T No_33/BE/DWS/KD/2023-24
(17) DNle-T No_34/EE/DWS/KD/2023-24
(18) DNie-T No_35/EE/DWS/KD/2023-24
(19) DNle-T No_36/EE/DWS/KD/2023-24
(20) DNle-T No_37/EE/DWS/KD/2023-24
(21) DNle-T No_38/EE/DWS/KD/2023-24
(22) DNle-T No_18/EE/DWS/KD/2023-24
(23) DNle-T No_19/BE/DWS/KD/2023-24
Period of downloading of biding documents at :-16/05/2023 to 31/05/2023
Deadline for online Bidding 31/05/2023 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) = O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit : www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-601/23

Executive Engineer
DWS Division, Kumarghat
Unakoti Tripura.

উদয়পুরে স্কুল ক্রিকেট : গড়িয়া একাডেমিকে হারিয়ে জামজুরি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেলো জামজুরি স্কুল। ঘাম ঝরিয়ে জয় পেলো গড়িয়া আকাদেমির বিরুদ্ধে। কৃষান দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত:স্কুল ক্রিকেটে। কে বি আই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জামজুরি স্কুল ২ উইকেটে পরাজিত করে গরিয়া আকাদেমি। নবাগত গরিয়া আকাদেমির লড়াকু ক্রিকেটারদের গড়া ১৪৩ রানের জবাবে জামজুরি স্কুল ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের কৃষান দাস প্রথমে বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ২৭ রান করে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে অতিরিক্ত ৩৬ রানের দৌলতে গরিয়া আকাদেমি ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রোহিত জমাতিয়া ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,হামবাই জমাতিয়া ২৮ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯,নুকসাং জমাতিয়া ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং রাজেশ জমাতিয়া ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। জামজুরি স্কুলের পক্ষে কৃষান দাস (৩/১৭) এবং সাগর মজুমদার (২/১৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জামজুরি স্কুল ৩২.৩ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সাগর মজুমদার ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,কৃষান দাস ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭,দলনায়ক সানু দাস ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং সৌরভ দে ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান। গরিয়া আকাদেমির পক্ষে হামবাই জমাতিয়া (৫/৪১) সফল বোলার।

কোচ সন্দীপ দাহাদের তত্ত্বাবধানে মহিলা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।।সামনেই রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড তথা বিসিসিআই এর জাতীয় ক্রিকেট আসর। জাতীয় স্তরের ক্রিকেট আসরকে সামনে রেখে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এখন শুরু হল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। শনিবার থেকে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে শুরু হয় এই শিবির। এতে অংশ নেন রাজ্যের সিনিয়র ও অনুর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটার। মোট ৩৯ জন মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত বিশেষ এই শিবির চলবে আগামী ২৬ মে পর্যন্ত। রাজ্য মহিলা ক্রিকেট দলের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন সন্দীপ দাহাদ। এর আগে ২০১৩ সালে তিনি রাজ্য রঞ্জিত দলের প্রশিক্ষক ছিলেন। তার প্রশিক্ষনেই রাজ্য রঞ্জি দল সে সময় প্রথমবার নকআউট খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এই সাফল্যের ভিত্তিতেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা তাকে এবার মহিলা ক্রিকেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর সেই দায়িত্ব পেয়ে এবার প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন তিনি। শনিবার এমবিবি স্টেডিয়ামের ইন্ডোরে বেশ কিছু সময় মহিলা ক্রিকেটারদের ব্যাটিং বোলিং পদ্ধতির সম্পর্কে অবগত করালেন। এক সময়কার রাজ্য রঞ্জিত দলের প্রশিক্ষককে চিফ কোচ হিসাবে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটাররা। প্রথম দিনের অনুশীলনের ফাঁকে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে প্রশিক্ষক সন্দীপ দাহাদ জানান, প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য দলকে কোয়ালিফাই করা। এরপর নকআউটে। আর সেই রকম আপনাকে সামনে রেখে ক্রিকেটারদের ব্যাটিং ও বোলিং ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। ম্যাচ প্র্যাকটিসের জন্য নিয়মিত মাঠ দেওয়া হয়েছে। তাই সেই সুযোগ কাজে লাগানো হবে। দ্বিতীয়বারের মতো প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ায় এদিন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানান তিনি।

বিলোনিয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধির শিবির শুরু : ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিলোনিয়ায় শিবির শুরু হয়েছে। যুব সম্প্রদায়কে স্বরোজগারী হওয়ার লক্ষ্যে, দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিন দিনব্যাপী এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই শিবির শেষ হবে ২২ মে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে এই শিবির বিকেআই শতবার্ষিকী ভবনে সূচনা হয়েছে। আজ, শনিবার বেলা ১১ টায় শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র ঘোপ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শ্রীমতি বকুল দেবী দেবনাথ, দক্ষিণ জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য গৌতম সরকার, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুভাষ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর শ্রীমতি দীপা পাল মজুমদার। দক্ষিণ জেলার তিন মহকুমা: শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া ও সাব্রুম থেকে প্রায় অর্ধশতক যুবক-যুবতী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষতা বৃদ্ধির এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি বাবুল চন্দ্র দেব সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সন্তোষ স্মৃতি ১ম ডিভিশন ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে পোলস্টার রানার্স

বিসিসি:- ১৩৪/১০(৪১.৫) পোলস্টার:- ১৩৫/৬(৩৭)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। পোলস্টার ক্লাব পেয়েছে রানার্স খেতাব। লীগের শেষ ম্যাচে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব অর্থাৎ বিসিসি-কে হারিয়ে এবারের মত রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে পোলস্টার ক্লাবকে। লীগ চলাকালীন দীর্ঘ সময় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে পোলস্টার ক্লাব চ্যাম্পিয়নের প্রত্যাশায় দিন গুণছিল। গত ১৮ মে ব্লাডমাউথের কাছে ৬ উইকেটে পরাজয়টাই পোলস্টারকে এককদম পিছিয়ে দিয়েছে। আজ, শনিবার লীগের অন্তিম দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে পোলস্টার ও বিসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার ক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বিসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ৫০ ওভারের ম্যাচে ৪১.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রাম সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সাগর শর্মার ২৮ রান, জনক রিয়াং-এর ২৫ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের সন্দীপ সরকার ৪০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া অমরেশ দাস ও দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ২টি করে এবং অরিন্দম বর্মন, কাজল সূত্রধর ও শিবম পান্ডে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব ৩৭ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে শিভম পাণ্ডের অপরাজিত ৪৬ রান এবং ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। শিভম ৮০ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। বিসিসি-র বোলার কমল দাস ২১ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। অভিজিৎ দেববর্মা, সাগর শর্মা ও সুভাষ চক্রবর্তী পেয়েছে একটি করে উইকেট।

পোলস্টার ক্লাব চার উইকেটে জয় ছিনিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করে প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে রানার্স খেতাব পেয়েছে।

স্পিন বোলার অন্বেষণে বাছাইকৃতদের নাম ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃতদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি সারা রাজ্য জুড়ে জোন ভিত্তিক পেস বোলার ও স্পিন বোলার অন্বেষণের কাজ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে স্পিন বোলিংয়ের উপর প্রতিভাবান বোলারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনূর্ধ ১৬ বছর বিভাগে ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তী, জয়দীপ দত্ত, বৈথাঙ্গা রিয়াং, কৈলাশহরের তুষার মালাকার, রায়হান উদ্দিন, মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, আমবাসার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও প্রিয়তোষ বিশ্বাস, রংতরাইভ্যালির অনিকেত রায়, বিলোনিয়ার তপন ঘোষ, শান্তির বাজারের সৌরভ দেবনাথ।

একইভাবে অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগে কমলপুরের জাহিদ হাসান, সত্যজিৎ রাজাক, শুভদীপ দেববর্মা, দেবোজিত শীল, ধর্মনগরের সোমশুভ্র শীল, কৈলাসহরের তাপস দাস, উদয়পুরের মিজানুর রহমান পোদ্দার। দায়িত্বপ্রাপ্ত স্পটাররা বাছাইকৃতদের নাম ঘোষণা করে টি সি এ-তে রিপোর্ট জমা করেছে। বাছাইকৃতদের নিয়ে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে রাজ্য দলে কিভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটাই এখন কোচ নির্বাচকরা দেখবেন।

মহকুমা স্তরে উপযুক্ত মানের ক্রিকেট মাঠ তৈরির পরিকল্পনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজ্যজুড়ে ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি মহকুমা স্তরে উপযুক্ত ও উন্নত মানের ক্রিকেট মাঠের আবশ্যক।

সেই বিষয়ে কার্যকরী ও সদর্থক ভূমিকা নিতে চলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটি। মহকুমা স্তরের ক্রিকেট এসোসিয়েশন গুলোর ঐকান্তিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ ইতোমধ্যে বেশ কটি মহাকুমা স্তরে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাঠ খুঁজে সেটিকে উপযুক্ত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মহকুমা স্তরেই কিন্তু উপযুক্ত মাঠ যথারীতি খেলোয়ারদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। আজ, শনিবার ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তিমির চন্দ-এর নেতৃত্বাধীন বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিবর্গ আমবাসা, লংতরাইভ্যালি এবং কাঞ্চনপুর পরিদর্শন করেছেন। আগামীকালও একইভাবে ধর্মনগর কৈলাসহর এবং কমলপুর পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নত ও উপযুক্ত মানের ক্রিকেট মাঠ তৈরিই মূল উদ্দেশ্য। এবং অচিরেই তা ফলপ্রসু করার প্রয়াস।

হাঁটুর চোটের কারণে ধোনি নিচের দিকে ব্যাট করছেন : মাইক হাসি

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.) : আজ সন্ধ্যায় দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হবে চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)। সিএসকে ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি বলেছেন, অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি হাঁটুর চোটের কারণে নিচের দিকে ব্যাট করছেন। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাসি বলেন, 'এটা খুব স্পষ্ট যে তিনি শেষ কয়েক ওভারে আসতে পছন্দ করেন, এটাই তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর হাঁটু ১০০ শতাংশ ঠিক নেই। আমি যথাসাধ্য করার চেষ্টা করছি। সে তাড়াতাড়ি আসতে চায় না, কারণ তাড়াতাড়ি আসার জন্য দ্রুত সিঙ্গলস এবং ডাবলসে আঘাত করতে হবে, যা হাঁটুতে চাপ সৃষ্টি করবে।' ধোনির প্রশংসা করে, হাসি দৃঢ়ভাবে তিনি বলেন, 'আমরা যে সমর্থন পেয়েছি তা অবিশ্বাস্য, এটি আমাদের উতাহে পূর্ণ করেছে। এমএস খেলার কিংবদন্তি।'

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্যরা।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিষয়ে বেকারদের সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে : মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে ত্রিপুরাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্যচাষ, প্রাণীপালনে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আজ শান্তিরবাজারের মুহুরীপুরে নবনির্মিত মৎস্যচাষ শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষ করতে হবে। তিনি বলেন, মৎস্যচাষ ও প্রাণীপালনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিষয়ে বেকারদের সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য তিনি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের আরও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া কোনও বিষয়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। তাই এই মৎস্য শিক্ষাকেন্দ্র থেকে জ্ঞান নিয়ে মৎস্য ও প্রাণীপালনে বেকারদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৭৫ টাকা ব্যয়ে এই মৎস্যচাষ শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা এম ইউ আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মৎস্য উপঅধিকর্তা সুকেশ চন্দ্র মজমদার। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান রবি নম: অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং বীরচন্দ্রমনুর শূকর প্রজনন খামারও পরিদর্শন করেন। তিনি মহকুমার কয়েকজন প্রাণীপালকের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ফার্ম পরিদর্শন করেন।

“পরিবেশ রক্ষায় পৃথিবীর ডাক শুনুন”, জি-৭ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.) : হিরোশিমায় (জাপান) অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পৃথিবীর আহ্বান শোনার আহ্বান জানিয়েছেন। পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গ্রহণের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি সবসময় পরিবেশ সুরক্ষার উপর জোর দিয়েছে। ভারতের উন্নয়ন যাত্রাও এই আদর্শের উপর ভিত্তি করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। একাধিক সংকটে জর্জরিত বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি বাধা হল আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধুমাত্র শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই। আমাদের আলোচনার পরিধি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, “ভারতীয় সভ্যতায় পৃথিবীকে মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে আমাদের পৃথিবীর ডাক শুনতে হবে। সেই অনুযায়ী আপনার আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। এই চেতনায়, ভারত মিশন লাইফ, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, অ্যালায়েন্স ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মিশন হাইড্রোজেন, বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স, বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান তৈরি করেছে। তিনি বলেছিলেন যে আজ ভারতের কৃষকরা 'প্রতি ফোঁটা মোর ফসল' মিশন অনুসরণ করে প্রতিটি ফোঁটা জল সংরক্ষণ করে উন্নতি ও উন্নয়নের পথে হাঁটছে। আমরা ২০৭০ সালের মধ্যে আমাদের নেট শূন্যের লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের বিশাল রেল নেটওয়ার্ক ২০৩০ সালের মধ্যে নেট জিরোতে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে, ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তির স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১৭৫ গিগাওয়াট। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি ৫০০গিগাওয়াটে পৌঁছাবে। আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে পৃথিবীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করি। এই চেতনা আমাদের উন্নয়নের ভিত্তি এবং আমাদের উন্নয়ন যাত্রার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। পরিবেশগত প্রতিশ্রুতি ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় বাধা নয় বরং একটি অনুঘটক। তিনি আরও বলে, জলবায়ু কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়, আমাদেরকে সবুজ এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি সরবরাহ চেইনকে স্থিতিস্থাপক করতে হবে। আমরা যদি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রয়োজনীয় দেশগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের অর্থায়ন না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল আলোচনাই থেকে যাবে। মাটিতে কোন পরিবর্তন হবে না। তিনি বলেন, আমি গর্ব করে বলছি যে ভারতের মানুষ পরিবেশ সচেতন এবং তাদের দায়িত্ব বুঝে। এই দায়িত্ববোধ আমাদের শিরা-উপশিরায় বহু শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়েছে। ভারত সকলের সাথে তার অবদান রাখার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মুদির দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শুক্রবার রাতে রাজধানীর কল্যাণী এলাকার এক মুদির দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত করলো চোরের দল। দোকানের পিছন দিয়ে চোরের দোকানে প্রবেশ করে। এবং দোকান থেকে ৬ কার্টুন ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায়।শনিবার সকালে দোকান মালিক হরিরাম সাহা ও নির্মল সাহা দোকান খুলতে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দোকান মালিক জানান ৫ এপ্রিল রাতে একবার ওনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। সেই সময় পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। কিন্তু তারপর আর কিছু হয়নি। তারপর ৬ মে রাতে দ্বিতীয়বার ওনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। সেইবারও পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। কিন্তু চুরির ঘটনার কিনারা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে তৃতীয়বার চোরের দল ওনার দোকানে চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছে। এইবারও পুলিশকে অবগত করা হয়েছে।

এডি নগর কোচিং সেন্টারে মহাবীর পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শনিবার আগরতলার এডি নগর কোচিং সেন্টারে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে মহাবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে এডি নগরে কোচিং সেন্টারে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো মহাবীর পুজো। মহাবীর পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এদিন পুজো উপলক্ষে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ,বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা , কোচিং সেন্টারের ইনচার্জ রাজকুমার দাস ও এলাকার কাউন্সিলর পালক রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন মহাবীর পূজায় অংশগ্রহণ করে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন এডি নগর কোচিং সেন্টার রাজ্য সরকারের বিচারে রাজ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। প্রায় সাড়ে তিনশত খেলোয়ার এখানে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত কোচিং নিচ্ছেন। হনুমানজি হলেন শক্তির প্রতীক। হনুমানজির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এখানে খেলোয়াড়রা কোচিংয়ে অংশ নিচ্ছে। এই কোচিং সেন্টারে যারা কোচিং নিচ্ছে তারা আগামী দিনে রাজ্যের মুখ উজ্জল করবে বলে মেয়র দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

স্ট্র্যাটেজিক প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যানিং আগরতলায় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজ্যের ৬টি জেলার ১৩টি শিল্প নগরীতে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গতকাল স্ট্র্যাটেজিক প্রোকিউরমেন্ট প্ল্যানিং সম্পর্কিত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলার পোলো টাওয়ার্স হোটেলে কর্মশালাটির আয়োজন করে ত্রিপুরা সরকার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। সেই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা সরকার এডিবি থেকে ১৮ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট রেডিনেস ফাইন্যান্সিং (পিআরএফ) ঋণ নিয়েছে এবং সারা ত্রিপুরায় শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও ১২০০ কোটি টাকার ঋণ পাওয়া যাবে। জিএসডিপিতে কারখানা ভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্রের আরও বেশি যোগদান নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদির লক্ষ্যে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে জিএসডিপি-ও বৃদ্ধি পাবে, জনপ্রতি আয় বাড়বে যাতে ত্রিপুরার জনগণ উপকৃত হবেন। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম মট ম্যাক ডোনাল্ড প্রাইভেট লিমিটেডকে একটি ডেভেলপমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে টিআইডিসিএল-কে শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য। তারই অঙ্গ হিসেবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে শেঠির সভাপতিত্বে এই কর্মশালায় প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন অংশীদারদের পরামর্শ নেওয়া হয়। কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে মালপত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা ও প্যাকেজিং নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিকল্পনা দপ্তর, অর্থ, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, বিদ্যৎ, বিএসএনএল, টিএনজিসিএল-এর প্রতিনিধি সহ ১০০ জনের বেশি লোক এই কর্মশালায় অংশ নেন। স্থায়ী আর্থিক উন্নয়ন ও রাজ্যের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালা বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে মত ও জ্ঞান বিনিময় এবং যৌথ উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কর্মশালায় আলোচনার উপর নির্ভর করে এখন প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান চূড়ান্ত করা হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নাইন বুলটে ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আগরতলা পুর নিগমের উনিশ নং ওয়ার্ডের নাইন বুলেট ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকার ক্লাবগুলি এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে। এছাড়াও নানা সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে ক্লাবগুলি। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার আগরতলা পুর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নাইন বুলেট ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার লোকজনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ পত্র বিতরণ করা হয়। এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর ভাস্বতি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কর্পোরেটর ভাস্বতি দেববর্মা জানান প্রতিমাসে অন্তত চারবার নাইন বুলেট ক্লাবে এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির সংঘটিত করা হয়ে থাকে। তবে এই সিজনে মাসে ৬ বার স্বাস্থ্য শিবির করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিবিরে এলাকার জনগণকে শামিল হয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্র ক্লাব গুলিকে এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির সহ অন্যান্য সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্যও তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

কর্ণাটকে দলিত ও মুসলমানদের অবহেলা করেছে কংগ্রেস: মায়াবতী

লখনউ, ২০ মে (হি.স.) : শনিবার কর্ণাটকে নতুন সরকার গঠনের পর কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) জাতীয় সভাপতি মায়াবতী।শনিবার বিএসপি প্রধান মায়াবতী তার অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে দুটি টুইট করেছেন। প্রথম টুইটে তিনি লিখেছেন, 'কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের পর ডি কে শিবকুমারকে মন্ত্রিসভায় উপ মুখ্যমন্ত্রী করে কংগ্রেস নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে একটু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দলিত ও মুসলিম সম্প্রদায়কে কেন অবহেলা করা হবে। অথচ দলিত ও মুসলিম অংশগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে।'তিনি আরও বলেন, 'কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য দলিত সম্প্রদায়ের দাবিকে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। এখন কোনও দলিত বা মুসলিমকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী না করা তাদের বর্ণবাদী মানসিকতার পরিচয় দেয়। এই ধরনের লোকদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

ধর্মনগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন রাজবাড়ির রানী রাসমণি রোড সংলগ্ন সৎসঙ্গ বিহার আশ্রমের পেছনে একটি বাড়িতে দিন দুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত করার চেষ্টা করে চোরের দল। দিন দুপুরে জনবহুল এলাকায় চুরি করতে এসে গৃহস্থের হাতে আটক এক চোর। ধৃত চোরের নাম খোকন মিয়া(৫৪)।পিতা মান্নান মিয়া। বাড়ি অসমের বদরপুর এলাকায়। পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বদরপুর এলাকার অপর এক চোর। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন রাজবাড়ির রানী রাসমণি রোড সংলগ্ন সৎসঙ্গ বিহার আশ্রমের পেছনে।জানা গেছে,বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ সৎসঙ্গ বিহার আশ্রমের পেছনের বাসিন্দা শঙ্কর চন্দ্র সরকারের পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ঠিক তখন গৃহস্থ বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পান ঘরের দরজা ভেঙে দুই চোর ঘরের ভেতরে হানা দিয়েছে। গৃহস্থ দুই চোরের মধ্যে এক চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলেও অপর চোর পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে গৃহস্থ চিৎকার-চেচামচি করলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি ধর্মনগর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সানীয় থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ধৃত চোরকে থানায় নিয়ে আসে। একটি চুরির মামলা রুজু করে পালিয়ে যাওয়া অপর চোরের সন্ধানে মাঠে নামে পুলিশ। এদিকে শুক্রবার ধৃত চোরকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়।

বাজারে চাহিদা বাড়ছে তালের শাঁসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বাজারে গ্রীষ্মকালিন বিভিন্ন ফলের সঙ্গে কচি তালের শাঁসও এসেছে। এই গরমে এর চাহিদাও রয়েছে অনেক। ভাদ্র মাসের প্রথম দিকেই বাজারে চলে আসে পাকা তাল। এই সময়ে তালের পিঠের চাহিদাও থাকে। কিন্তু এই তাল পাকার আগেই বাজারে চলে আসে। তবে তা পাকা নয়। একেবারে কচি কাঁচা তাল। গ্রীষ্মকালে তালের শাঁসের চাহিদা ব্যাপক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টকে অপমান করেছে মোদী সরকার, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.) : দিল্লির আমলা নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না মেনে নিজেরা অধ্যাদেশ জারি করেছে মোদী সরকার। এবার এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদাকে অপমান করেছে বলে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন তিনি।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ‘এটি একটি ঘৃণ্য তামাশা। এক সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তারা বাতিল করেছে। কেন্দ্র সরকারকে প্রকাশ্যে সুপ্রিম কোর্টকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা এবং এর মর্যাদার অপমান।’

উল্লেখ্য, শনিবারই দিল্লির আমলাদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষমতা দিল্লি সরকারের হাতে দেওয়া সংক্রান্ত রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে মোদি সরকার। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশকে অমান্য করে অধ্যাদেশ এনেছে কেন্দ্র, শনিবার সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানায় কেন্দ্র।

বিলোনিয়ায় পাঁচ বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ মে।। বিলোনিয়ার পুরো সীমান্ত এলাকা তারকাটার বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলেও প্রতিনিয়ত এই তারকাটার মধ্যে দিয়ে পাচার বাণিজ্য থেকে শুরু করে মানব পাচার পর্যন্ত চলতে থাকে। জনগণ বলছে তারকাটার বেড়ার পরে ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মোতায়েন থাকলেও কি করে অনায়াসে

মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারে সেটাই ভাবার বিষয়, এক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি সবল সেটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এত নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেও যদি মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারে অতি সহজে তাহলে এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত বিদ্বেষী যেকোন চক্রান্তকারী বা ষড়যন্ত্রকারীরা অনায়াসে ভারতে প্রবেশ করতে পারবে। তাই আজ আমরা কতটুকু নিরাপদ সেটা বলা মুশকিল। শুক্রবার রাত ১০ টায় বিলোনিয়া থানা থেকে মাত্র এক দেড় কিলোমিটার দূরে ৪নং ব্রিজ এলাকায় তমাল মল্লিক নামে এক পাচারকারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বহু মূল্যের কাপড় এবং নবরত্ন তেল সহ অন্যান্য সামগ্রী। সেই সাথে আটক করা হয় পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে যারা বিনা পাসপোর্টে এই দেশে এসেছে, এই পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিক স্বীকার করেছে তাদের বাড়ি বাংলাদেশের পরশুরামের বাউড় পাথর এলাকায়, যদিওবা তারা বেড়াতে এসেছে বলে দাবি করছে। তবে স্বীকার করেছে তার কাটার বেড়া চ্ছেদ করে তারা এই দেশে প্রবেশ করেছে, এই ৪ নং ব্রিজ এলাকা দিয়ে। এই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির আঙ্গুল উঠছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দিকে , এই বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস জানান গতকাল পুলিশ গোপন সংবাদে ৪ নং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার তমাল মল্লিকের বাড়ি থেকে পাচারের জন্য রাখা আনুমানিক দেড় থেকে দু লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সেই সাথে মোঃ সজিব, সাহেব উদ্দিন, আজাদ হোসেন, আব্দুল আউয়াল এবং জহিদুল ইসলাম নামে এই পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিক কে গ্রেপ্তার করা হয়। পাচারকারী তমাল মল্লিক পলাতক বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানান বিলোনিয়া থানা ৩৩/২৩ নম্বরে মামলা গ্রহণ করে পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট এক্ট ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭০, ২১২ এবং ১২০(বি) ধারায় অভিযুক্ত করে আজ তাদের বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়। দফায় দফায় এইভাবেই বাংলাদেশী নাগরিক আটক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বিএসএফ এর ভূমিকা নিয়ে উঠছে নানা কথা।

গন্ডাছড়ার রাণীপুকুর এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর পরও গন্ডাছড়া মহকুমার রানী পুকুর সূর্যকান্ত পাড়ায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এলাকার বাসিন্দারা এখনো বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পারাপার করেন। ডম্বুর জলাশয় লাগোয়া রানী পুকুর গ্রামটিতে একটা সময় প্রায় ৫০ টি পরিবারের বসবাস ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ নানান সমস্যার কারণে ধীরে ধীরে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। বর্তমানে গ্রামে ৩১ টি পরিবার বসবাস করে। গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশ মৎস্যজীবী। তারা ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরে কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করেন। বামফ্রন্ট সরকারের সময় এলাকার বাসিন্দা একাধিকবার একটি পাকা সেতু নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমান সরকারের সময়েও এই গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গ্রামবাসীরা জানান বর্তমান সরকারের সময় পাকা সেতুর দাবিতে একাধিকবার পঞ্চায়েতে, ব্লক প্রশাসন, পূর্ত দফতর, এমনকি মহকুমা প্রশাসনের নিকট লিখিত দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। সেতু বা ব্রিজ না থাকার ফলে বাঁশের সাঁকো দিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে সকলকে চলাচল করতে হচ্ছে। গ্রামের কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সমস্যায় পড়তে হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।